ফেরেশতাদের নজরদারীতে মানব জীবন

Human Life Under the Observation of Angels

শায়খুল হাদীস মো. আবু তাহের
পি-এইচ.ডি, গবেষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

ফেরেশতাদের নজরদারীতে মানব জীবন

Human Life Under the Observation of Angels

মো. আবু তাহের

দাওরা (হাদীস), বি.এ.অনার্স (হাদীস), এম.এ (হাদীস, কামিল (ফিকহ)
পি-এইচ, ডি (গবেষণারত): সহীহ আল-বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমূহ: বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন

উদ্ভাবক: (কিউসেট মেথড) কুরআনিক স্ট্যাডিজ এন্ড এ্যারাবিক টিচিং মেথড
প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক: কুরআনিক স্ট্যাডিজ এন্ড এ্যারাবিক টিচিং ইন্সটিটিউট

ও

আল- কুরআনের আলোকে আধুনিক আরবী ভাষা শিক্ষা পদ্ধতি
একজন মুসলিমের কতটুকু আল-কুরআন হিফজ করা দরকার?
আল-কুরআনে দাওয়াহ্ ও সংগঠন
ছলাত পরিত্যাগকারী কী কাফির?
জীবনের সকল কাজে যা দরকার
মুমিনদের প্রতি আল্লাহর ডাক
আপনার পরিচয় জানেন কী?
সোনামণিদের ইসলাম শিক্ষা
সালাত ও সহীহ দু'আ শিক্ষা
কারাগার নয় ঈমানী পরীক্ষা
দাড়ি মুসলিমের পরিচয়
আল-কুরআন পরিচিতি
ইসলামে বাইআত
মুসলিম আকীদা
ফিকহুল হাজ্জ
মহা উপদেশ
মুসলিম কি?

প্রমুখ প্রকাশিত গ্রন্থের লেখক।

http://islamerboi.wordpress.com/

ফেরেশতাদের নজরদারীতে মানব জীবন
Human Life Under the Observation of Angels

মো. আবু তাহের

প্রকাশক
আব্দুছ ছবুর চৌধুরী
এডুকেশন সেন্টার সিলেট (ই.সি.এস)
পশ্চিম সুবিদ বাজার, লাভলী রোডের মোড়, সুনামগঞ্জ রোড, সিলেট, বাংলাদেশ।

প্রকাশনায় কারজে হাসানাহ প্রদান
মুহাম্মাদ চৌধুরী,সিলেটী (হাফিযাহুল্লাহ তা'আলা)

১ম প্রকাশঃ আগষ্ট ২০১২ খ্রি.
মূল্য ঃ ৬০/- টাকা

মুদ্রণ :মঈন কম্পিউটার প্রিন্টার্স
রাজা ম্যানশন, জিন্দাবাজার, সিলেট
ফোনঃ ৭২৬৩৬৮, ০১৭১২-৫০৫২৩৬

Human Life Under the Observation of Angels
Written by: Md. Abu Taher
Dawra (Hatith) B.T.S Honours (Hadith)
M.T.I.S Master (Hadith),Kamil (Fiqh),
Phd (Researcher): Books for Interpretation of Sahih Al-Bukhari: Characteristics and Evaluation.
Contact: +88 01914 940 556
Email: taher_quran@yahoo.com

Published by: Abdus Sabur Choudhury
Education Center Sylhet (ECS), Bangladesh
Contact: +88 01712 66 83 45
Price: 60/= taka.

http://islamerboi.wordpress.com/

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

মালাক বা ফেরেশতা পরিচিতি

	পৃষ্ঠা
শুরু কথা	৬
মালাকদের সৃষ্টি	৭
মালাকগণ মানুষের পূর্বে সৃষ্ট	৮
মালাকদের বিভিন্ন আকৃতি ধারণ	৮
বসবাসের স্থান	৯
মালাকদের নাম ও পরিসংখ্যান	১০
মালাকদের ইলম	১২
মালাকদের বৈশিষ্ট্য	১৩
মালাকদের দায়িত্ব	২১
মালাকদের ইবাদত	২৫
মালাকের পদচারণা	২৬
মালাকদের মৃত্যু	২৭
শেষ কথা	২৮

দ্বিতীয় পর্ব

জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করণে মালাকদের নজরদারী

উপস্থাপনা	২৯
মাতৃগর্ভে নজরদারী	২৯
অবিচ্ছেদ্য নজরদারী	৩০
ফজর ও আছর ছলাতের সময় নজরদারী	৩২
সোম ও বৃহস্পতিবারের নজরদারী	৩৩
ভ্রমন ও চলাচলে নজরদারী	৩৪
রামাদ্বান মাসে নজরদারী	৩৬
জুমুআর দিনে নজরদারী	৩৭
মৃত্যু সম্পাদনে নজরদারী	৩৭
সমাপনী	৪৬

৩য় পর্ব
মানব জাতির কল্যাণে মালাকদের নজরদারী

উপস্থাপনা ৪৮
* মুহাম্মাদ (সা:) এর জন্য ৫০
* নাবী (সা.)-এর উপর দরূদ পাঠকারীর জন্য ৫১
* অযু অবস্থায় ঘুমন্ত ব্যক্তির জন্য ৫১
* ছালাতের অপেক্ষাকারী মুছল্লীবৃন্দের জন্য ৫২
* প্রথম কাতারের মুছল্লীবৃন্দের জন্য ৫৩
* ছলাতের লাইনের ডান পার্শ্বের মুছল্লীবৃন্দ এর জন্য ৫৩
* কাতারে পরস্পর মিলিতভাবে দাঁড়ানো মুছল্লীবৃন্দের জন্য ৫৪
* ইমাম এর সূরা ফাতিহা শেষ করার পর আমীন পাঠকারীবৃন্দের জন্য ৫৫
* সালাত সমাপ্তীর পর অযুসহ স্ব স্থানে অবস্থানকারীদের জন্য ৫৫
* জামাতের সাথে ফজর ও আসর ছালাত আদায়কারীর জন্য ৫৬
* কুরআন খতমকারীর জন্য ৫৭
* মুসলিম ভাইয়ের কল্যাণের জন্য দু'আকারীর জন্য ৫৮
* কল্যাণের পথে ব্যায়কারীদের জন্য ৬০
* সাহরী ভক্ষণকারীদের জন্য ৫২
* রোগী পরিদর্শনকারীর জন্য ৬৩
* সৎকাজের শিক্ষা প্রদানকারীর জন্য ৬৪
* মু'মিন ও মু'মিনদের আত্মীয় ও তাওবাকারীদের জন্য ৬৮
শেষ কথা ৬৯

৪র্থ পর্ব

পাপীদের প্রতি অভিশাপ প্রদানে মালাকদের নজরদারী

সারকথা ৭০
মদীনায় বিদ'আতের প্রচলনকারীর উপর ৭২
মদীনাবাসীর উপর অত্যাচারকারী অথবা তাদেরকে ভয় প্রদর্শনকারীর উপর ৭২
মুসলিমদের সাথে অঙ্গীকার ও সন্ধি ভঙ্গকারীর উপর ৭৩
সৎ কাজে, দান-খয়রাতে বাঁধা প্রদানকারীর উপর ৭৫
তিন প্রকার লোকের উপর জিবরীল (আ.)-এর বদ দু'আ ৭৭
সন্ত্রাসীদের উপর ৭৯
ইসলামী আইন প্রয়োগে বাঁধা প্রদানকারীর উপর ৮০
স্বামীর আহব্বানে সাড়া না দিয়ে বিছানা হতে দূরে অবস্থানকারী মহিলার উপর ফেরশতাদের অভিশাপ ৮১
কুরাইশ ও অন্যান্য নেতৃবর্গের উপর ৮৪
কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীদের উপর ৮৫
কুফরী মতবাদের অনুসারীদের উপর ৮৭
সমাপ্তী কথা ৮৮

প্রথম পর্ব
মালাক বা ফেরেশতা পরিচিতি

শুরু কথা

মালাক এর অর্থ দূত। কারণ, মালাকগণ আল্লাহর দূত হিসাবে কাজ করে থাকে। এটি এক বচন। বহু বচনে মালাইকা ব্যবহৃত হয়। আল-কুরআনে ৬৮ বার উল্লেখিত হয়েছে। এ শব্দটি ভারত উপমহাদেশে ফেরেশতা বহুল নামে পরিচিত। আমরা মূল আরবী মালাক ও মালাইকা ব্যবহার করার চেষ্টা পাব ইনশাআল্লাহ। মালাক হচ্ছে অদৃশ্য নুরানী জগতের নাম, আল্লাহ ছাড়া কেউ এর প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে জানেন না, তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দাহ, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দেন তারা তা অমান্য করে না। তারা যা নির্দেশিত হয় তা করে, অনেক হেকমত জ্ঞানপূর্ণ রহস্যের লক্ষ্যে আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন। এ পর্বে মালাক বা ফেরেশতাদের পরিচিতি আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

মালাক শব্দের অর্থ

আরবী ভাষায় "মালাক" শব্দকে ফার্সী ভাষায় ফেরশতা বলা হয়। বাংলায় এই ফার্সী শব্দই প্রচলিত। পারস্যর মুসলিমগণ অনেক ইসলামী পরিভাষাকে নিজেদের পূর্ববর্তী ধর্মীয় পরিভাষার ভিত্তিতে ফার্সী ভাষায় রূপান্তরিত করেন। যেমন খোদা, নামায, রোযা, দরুদ ইত্যাদি। এগুলি কোনটিই আরবী শব্দের অর্থ বহন করে না। কিন্তু পারস্যবাসীরা তাদের পূর্ববর্তী ধর্মে ব্যবহৃত ধর্মীয় পরিভাষাগুলির ইসলামীকরণ করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসী ভাষায় প্রভাবে আমাদের বাংলা ভাষায় এ সকল পরিভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ। গত কয়েক দশক ধরে লেখতগণ ফার্সী পরিভাষা বাদ দিয়ে কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত মূল আরবী পরিভাষার প্রচলনের চেষ্টা করেছেন। ইতোমধ্যেই খোদার পরিবর্তে আল্লাহ, নামাযের পরিবর্তে সালাত, রোযার পরিবর্তে সিয়াম ব্যবহার বেশ প্রচলন লাভ করেছে। কিন্তু মালাক শব্দটির অবস্থা ভিন্ন। এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে 'ফেরেশতা' শব্দটিই সর্বত্র ব্যবহৃত। 'মালাক' শব্দটির প্রচলন নেই, যদিও তা কুরআন-হাদীসের মূল পরিভাষা। আর ধর্মীয় পরিভাষার অনুবাদ না করে বা

অন্য ধর্মের কাছাকাছি অর্থের পরিভাষা ব্যবহার না করে মূল পরিভাষা ব্যবহার করাই উত্তম।

আরবী মালাক শব্দটির অর্থ পত্র, চিটি বা দূত। বহুল ব্যবহারের ফলে শব্দটির মধ্যে কিছু ধ্বনিগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শব্দাটি মূলত আলাক ধাতুমূল থেকে গৃহীত। মালাক শব্দের প্রথমের মীম অক্ষরটি অতিরিক্ত অক্ষর। মূল শব্দাটি ছিল 'মাঅলাক' । পরবর্তী কালে 'হামযা' অক্ষরটিকে স্থানান্তরিত করে লামের পরে নিয়ে একে 'মালাআক' বলা হয়। বহুল ব্যবহারে 'হামযা' অক্ষরটি লোপ পেয়ে সাধারণভাবে 'মালাক' বলা হয়। বহুবচনে 'হামযা' অক্ষরটি বিদ্যমান থাকে এবং বলা হয় 'মালাইকা' । সর্বাবস্থায় এ সকল ধ্বনিগত পরিবর্তনের ফলে মূল অর্থের পরিবর্তন হয়নি। মালাক, আলআক, মাঅলাক সবগুলি শব্দেরই মূল আভিধানিক অর্থ পত্র, বাণী, দূত ইত্যাদি, আর ব্যবহারিক অর্থে আল্লাহর দূতকে মালাক বলা হয় ।

মালাকদের সৃষ্টি

আল্লাহ আদমকে মাটি,জ্বিনকে আগুন ও মালাকদেরকে বা ফেরেস্তাদেরকে নূর বা আলো দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ মর্মে ইমাম মুসলিম রাহ(২০৪-২৬১হি:) বর্ণনা করেন।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِقَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ.

আয়িশাহ (রাদ্বি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: মালাকদেরকে বা ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে এবং আদাম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে ঐ বস্তু (মাটি) হতে যে সম্পর্কে তোমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে।[১]

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল ফেরেশতা নূরের তৈরী। আর আদম ও তাঁর বংশধর মাটির তৈরী। মুহাম্মদ (সা.)ও মাটির তৈরী। আর জ্বীন আগুনের তৈরী।

---

১. মুসলিম বিন হাজ্জাজ,ছহীহ মুসলিম, হা/নং৭৩৮৫ ।

মালাকগণ মানুষের পূর্বে সৃষ্ট

কুরআনের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহ মানব সৃষ্টর পূর্বে মালাকগণকে সুষ্টি করেন। মানব সৃষ্টির প্রাক্কালে তাঁর ইচ্ছার কথা তাঁদেরকে জানিয়েছিলেন এবং আদমের সৃষ্টির পরে আল্লাহর নির্দেশে তাঁরা আদমকে সাজদা করে। যেমন একস্থানে আল্লাহ বলেন:

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ . فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ . فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন- আমি কাদা থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। আমি যখন তাকে সঠিকভাবে বানিয়ে ফেলব আর তার ভিতরে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সামনে সাজদাহ্য় পড়ে যাবে। তখন ফেরেশতারা সব্বাই সাজদাহ করল।[২]

বিভিন্ন আকৃতি ধারণ

মালাকগণ নূরের তৈরী। কিন্তু তারা যে কোন আকৃতি অবলম্বন করতে পারে। পারে মানুষের আকৃতি ধারণ করতে। ইমাম বুখারী এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। নিম্নে একটি হাদীস উপস্থাপন করা হলো:

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ.

উম্মুল মু'মিনীন আয়িশাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। হারিস ইবনে হিসাম (রা.) রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিকট অহী কিভাবে আসে? রাসূল (সা.) বললেন, অহী কোন সময় ঘণ্টা ধ্বনির মতো

---

২. সূরা সা'দ (৩৮), আয়াত ঃ ৭১-৭৩। আরো দেখুন: সূরা বাকারা:৩০, ৩৪; আ'রাফ:১১; হিজর: ২৮,৩০; ইসরা (বনী ইসলাঈল): ৬১; হাহাফ: ৫০ সূরা তাহা ১১৬ আয়াত।

আমার নিকট আসে। আর এটা আমার পক্ষে সবচেয়ে কষ্টদায়ক। (ফেরেশতা) যা বলে তা শেষ হতেই আমি তাঁর কাছ থেকে আয়ত্ত করে নেই। আবার কখনো ফেরেশতা মানুষের বেশে এসে আমার সাথে কথা বলে, আমি তা সাথে সাথে আয়ত্ত করে নেই।[৩]

বসবাসের স্থান

মালাকদের বসবাসের মৌলিক স্থান হলো আসমান। এর প্রমাণে আল্লাহ বলেন,

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয় (সুমহান আল্লাহ্‌র প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয়ভীতিতে) আর ফেরেশতারা তাদের রবের প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং যারা পৃথিবীতে আছে তাদের জন্য (আল্লাহ্‌র নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রেখ! নিশ্চয় আল্লাহ, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।[৪]

আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের জন্যে তারা পৃথিবীতে নামে। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ

(ফেরেশতাগণ বলে) 'আমরা আপনার রবের হুকুম ছাড়া অবতরণ করি না।[৫]

আল্লাহ লায়লাতুল ক্বাদরের আলোচনাতে মালাকদের আবাস স্থান আসমানে তা পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

ক্বাদ্‌রের রাত হাজার মাসের চেয়েও অধিক উত্তম, এ রাতে ফেরেশতা আর রূহ তাদের রব্ব-এর অনুমতিক্রমে প্রত্যেক কাজে অবতীর্ণ হয়।[৬]

---

৩. মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, সহীহ বুখারী, কিতাবুল অহী, হা নং ২, আধুনিক প্রকাশনী হা/নং ২।

৪. সূরাহ শু'রাহ (৪২), আয়াতঃ ৫।

৫. সূরাহ মারয়াম (৯), আয়াতঃ ৬৪।

মালাকদের নাম ও পরিসংখ্যান

মালাক অসংখ্য। এদের নাম ও সংখ্যা গণনা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তবে এদের অনেকের নাম আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীসে পাওয়া যায়। নিচে কয়েকজন এর নাম আলোচনা করা হলো:

জিবরীল, মীকাঈল

জিবরীল ও মীকাঈল দুজন বড় মালাকের নাম। এদের নাম আল-কুরআনে এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ . مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ.

বল, যে ব্যক্তি জিবরাঈলের শত্রু হয়েছে, (সে রাগে মরে যাক) কেননা সে তো আল্লাহ্‌র হুকুমে তোমার অন্তরে কুরআন পৌঁছিয়ে দিয়েছে, যে এর পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যাতে রয়েছে' ঈমানদারদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র, তাঁর ফেরেশতাদের ও তাঁর রসূলগণের এবং জিবরীলের ও মীকাইলের শত্রু সাজবে, নিশ্চয়ই আল্লাহও (এসব) কাফিরদের শত্রু।[৭]

ইসরাফীল

ইসরাফীল একজন শক্তিশালী মালাক। হাদীসে বহু স্থানে এ মালাকের নাম এসেছে। যেমন তাহাজ্জুদ ছালাত শুরুতে রাসূল (ছ:) পাঠ করতেন।

« اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ أَنْتَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

---

৬. সূরাহ আল- ক্বাদর (৯৭) আয়াতঃ ৩-৪।

৭. সূরাহ আল- বাক্বারাঃ (২), আয়াতঃ ৯৭-৯৮।

"হে জিবরীল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রব, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জ্ঞাতা! তোমার বান্দাদের মধ্যে তুমিই মীমাংসাকারী যে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করছে। সত্যের ব্যাপারে যে মতবিরোধ করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তুমি তোমার আদেশ বলে আমাকে সঠিক পথের হিদায়াত দান কর, তুমিই যাকে ইচ্ছা তাকে হিদায়াত দান করে থাক"।[৮]

মালিক

মালিক একজন ফেরেশতা। আল-কুরআনে আমরা এ মালাকের পরিচয় পাই। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ

তারা চীৎকার ক'রে বলবে– হে 'মালিক! তোমার রব যেন আমাদের দফারফা ক'রে দেন। সে জওয়াব দিবে- 'তোমরা (এ অবস্থাতেই পড়ে) থাকবে'।[৯]

হারুত ও মারুত

হারুত ও মারুত দুজন মালাকের নাম। এদের পরিচয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

---

৮. সহীহ আত-তিরমিযী, তাহক্বীক: নাসির উদ্দিন আল বানী, হা/নং ৩৪২০।

৯. সূরাহ আয-যুখরুফ (৪৩), আয়াতঃ ৭৭।

এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে শায়ত্বানরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত, মূলতঃ সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শায়ত্বনরাই কুফুরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিলের দু'জন ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর পৌছানো হয়েছিল এবং ফেরেশতাদ্বয় কাকেও শিখাতো না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না। এতদসত্ত্বেও তারা উভয়ের নিকট হতে এমন জিনিস শিক্ষা করতো, যা দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতো, মূলতঃ তারা তাদের এ কাজ দ্বারা আল্লাহ্‌র বিনা হুকুমে কারও ক্ষতি করতে পারত না, বস্তুতঃ এরা এমন বিদ্যা শিখত, যা দ্বারা তাদের ক্ষতি সাধন করত আর তাদের কোন উপকার করত না এবং অবশ্যই তারা জানত যে, যে ব্যক্তি ঐ কাজ অবলম্বন করবে পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না, আর যার পরিবর্তে তারা স্বীয় আত্মাগুলোকে বিক্রয় করেছে, তা কতই না জঘন্য, যদি তারা জানত! ।[১০]

মালাকদের ইলম

মালাকদের নিজস্ব কোন ইলম বা জ্ঞান নেই। তাদের মানুষের মত উদ্ভাবনী শক্তি নেই। আল্লাহ তাদেরকে যে কাজের জ্ঞান দিয়েছেন সে পর্যন্ত তারা সীমাবদ্ধ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

এবং তিনি আদাম ('আ.)-কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন, 'এ বস্তু গুলোর নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'। তারা বলল, 'আপনি পবিত্র মহান, আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তাছাড়া আমাদের কোন জ্ঞানই নেই, নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়'। [১১]

---

১০. সূরাহ আল বাক্বারা (২), আয়াতঃ ১০২।

১১. সূরাহ আল- বাক্বারা (২), আয়াতঃ ৩১-৩২।

মালাকদের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ মালাকদের বহু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

আল্লাহর সৈন্যবাহিনী:

মালাকগণ হলেন আল্লাহর সৈন্যবাহিনী। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

তিনিই মু'মিনদের দিলে প্রশান্তি নাযিল করেন যাতে তারা তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বাড়িয়ে নেয়। আসমান ও যমীনের যাবতীয় বাহিনী আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বের অধীন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও মহাবিজ্ঞানী।[১২]

এখানে আসমান ও যমীনের যাবতীয় বাহিনী বলতে মালাকদেরকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ জাহান্নামের রক্ষী বাহিনী সম্পর্কে বলেন,

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

সাকার-এর তত্ত্বানধানে রয়েছে ঊনিশ জন প্রহরী।[১৩] আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ

---

১২. সূরাহ আল- ফাতাহ (৪৮), আয়াতঃ ৪।

১৩. সূরাহ আল-মুদদাসসির (৭৪), আয়াতঃ ৩০।

আমি ফেরেশতাদেরকে করেছি জাহান্নামের প্রহরী কাফিরদের পরীক্ষা স্বরূপই আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীরা এবং কিতাবীগন সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা বলবেঃ আল্লাহ্ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? এইভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন। তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। জাহান্নামের এই বর্ণনা তো মানুষের জন্য সাবধান বাণী।[১৪]

শক্তিশালী সৃষ্টিজীব

মালাক আল্লাহর শক্তিশালী সৃষ্টিজীব। মহান আল্লাহ বলেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ

যাবতীয় প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র জন্য। তিনি দূত মনোনীত করেন মালায়িকাহ্কে, যারা দুই দুই বা তিন তিন বা চার চার ডানা বিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টিতে যা ইচ্ছে বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।[১৫] আল্লাহ জিবরীল (আ:)সম্পর্কে বলেন,

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى

তাকে শিক্ষা দেয় শক্তিশালী (মালাক)।[১৬]

মালাক এত শক্তিশালী প্রাণী যে একজন মালাকের ফুৎকারে পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে। এ ফুৎকারে নিয়োজিত মালাকের নাম ইসরাফীল। এর প্রমাণে আল্লাহ বলেন,

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ

---

১৪. সূরাহ আল-মুদদাসসির (৭৪), আয়াতঃ ৩১।

১৫. সূরাহ আল-ফাত্বির (৩৫), আয়াতঃ ১।

১৬. সূরাহ আন- নাজম (৫৩), আয়াত: ৫।

আর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। ফলে বেহুঁশ হয়ে পড়বে যারা আছে আকাশে আর যারা আছে যমীনে, তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এ থেকে যে রেহাই পাবে তার কথা ভিন্ন। অতঃপর শিঙ্গায় আবার ফুঁক দেয়া হবে, তখন তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।[১৭]

সম্মানিত বান্দা

মালাক হলো আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। মহান আল্লাহ বলেন,

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ .يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ.

তারা বলে, 'রহমান' সন্তান গ্রহণ করেছেন', তিনি এসব থেকে মহা পবিত্র। বরং তারা হল তাঁর বান্দাহ যাদেরকে সম্মানে উন্নীত করা হয়েছে। তিনি কথা বলার আগেই তারা কথা বলে না, তারা তাঁর নির্দেশেই কাজ করে। তাদের সামনে আর পেছনে যা আছে তা তিনি জানেন। তিনি যাদের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট তাদের ব্যাপার ছাড়া তারা কোন সুপারিশ করে না। তারা তাঁর ভয় ও সম্মানে ভীত-সন্ত্রস্ত।[১৮]

তারা হল তাঁর বান্দাহ যাদেরকে সম্মানে উন্নীত করা হয়েছে' দ্বারা মালাকদের বুঝানো হয়েছে

ঘুমের জগতে মানুষের রুহ নিয়ন্ত্রণ শক্তিসম্পন্ন

মালাকগণ বা ফেরেশতাগণ ঘুমের জগতে মানুষের রুহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ঘুমের মাধ্যমে ঈমানদার বান্দাদেরকে ভাল ভাল স্বপ্ন দেখাতে পারে। এ ক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটি স্বপ্ন শুনাতে চাই। স্বপ্নটি দেখেছেন রাসূল (ছ:)। নিম্নে স্বপ্নটি উপস্থাপন করা হল:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ « مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا » . قَالَ فَإِنْ رَأَى

১৭. সূরাহ যুমার (৩৯), আয়াতঃ ৬৮।

১৮. সূরাহ আম্বিয়া (২১), আয়াতঃ ২৬-২৮।

أَحَدٌ قَصَّهَا ، فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَسَأَلَنَا يَوْمًا ، فَقَالَ « هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا » . قُلْنَا لاَ . قَالَ « لَكِنِّى رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِى فَأَخَذَا بِيَدِى ، فَأَخْرَجَانِى إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ - قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى إِنَّهُ - يُدْخِلُ ذَلِكَ الْكَلُّوبَ فِى شِدْقِهِ ، حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هَذَا ، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ . قُلْتُ مَا هَذَا قَالاَ انْطَلِقْ . فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ ، فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ ، وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ ، فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ ، قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالاَ انْطَلِقْ . فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ ، أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا ، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا ، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا ، وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ . فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالاَ انْطَلِقْ . فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ ، فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِى فِى النَّهَرِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِى فِيهِ ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِى فِيهِ بِحَجَرٍ ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ . فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالاَ انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ ، وَفِى أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا ، فَصَعِدَا بِى فِى الشَّجَرَةِ ، وَأَدْخَلاَنِى دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا ، فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ ، وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ ، ثُمَّ أَخْرَجَانِى مِنْهَا فَصَعِدَا بِى الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلاَنِى دَارًا هِىَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ ، فِيهَا

شُيُوخٌ وَشَبَابٌ . قُلْتُ طَوَّفْتُمَانِى اللَّيْلَةَ ، فَأَخْبِرَانِى عَمَّا رَأَيْتُ . قَالاَ نَعَمْ ، أَمَّا الَّذِى رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ ، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِى رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ ، وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ ، يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَالَّذِى رَأَيْتَهُ فِى الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ . وَالَّذِى رَأَيْتَهُ فِى النَّهَرِ آكِلُو الرِّبَا . وَالشَّيْخُ فِى أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ – عَلَيْهِ السَّلاَمُ – وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلاَدُ النَّاسِ ، وَالَّذِى يُوقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ . وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِى دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ ، وَأَنَا جِبْرِيلُ ، وَهَذَا مِيكَائِيلُ ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِى فَإِذَا فَوْقِى مِثْلُ السَّحَابِ . قَالاَ ذَاكَ مَنْزِلُكَ . قُلْتُ دَعَانِى أَدْخُلْ مَنْزِلِى . قَالاَ إِنَّهُ بَقِىَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ ، فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ » .

সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (স্ম.) যখনই (ফজরের) সালাত পরতেন, সালাত শেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন এবং বলতেন, আজ রাতে তোমাদের কেউ স্বপ্ন দেখেছ কি? সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রা.) বলেন কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে তা বর্ণনা করতো এবং তিনি আল্লাহ যেমন চাইতেন সেভাবে তার তা'বীর করতেন। একদিন তিনি আমাদেরকে স্বপ্ন সম্পর্কে প্রশ্ন করে বললেন, তোমাদের কেউ কি (আজ) স্বপ্ন দেখেছ? আমরা জবাব দিলাম, না। তখন তিনি বললেন, আমি কিন্তু আজ রাতে স্বপ্নে দু'জন ব্যক্তিকে দেখেছি। তারা আমার নিকট এসে আমার হাত ধরে এক পবিত্র স্থানে নিয়ে গেল। হঠাৎ দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে তার পাশেই এক ব্যক্তি দাড়িয়ে আছে। আমাদের কোন কোন বন্ধু বলেছেন, তার হাতে আছে লোহার কাঁটা। সেটি সে বসা মানুষটির চোয়ালে ঢুকিয়ে দিচ্ছে এবং তা বিদীর্ন করে ফেলছে এবং অনুরূপভাবে অপর চোয়ালেও ঢুকিয়ে তা বিদীর্ণ করে ফেলছে ইতোমধ্যে তার প্রথমোক্ত চোয়ালটি জোড়া লেগে ভাল হয়ে

যাচ্ছে। সুতরাং সে এ চোয়ালটিতে আবার কাঁটা ঢুকিয়ে আগের মতো করছে। নবী (সা.) বলেন, আমি বললাম, এ কি ব্যাপার? তারা দু'জন বললো চলেন। সুতরাং আমরা যেতে থাকলাম এবং এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছিলাম, সে চিত হয়ে শুয়ে আছে আর অপর এক ব্যক্তি মাথার কাছে এক খন্ড পাথর হাতে দাঁড়িয়ে আছে এবং পাথরটি তার মাথার ওপর নিক্ষেপ করছে। যখন সে তাকে মারছে প্রস্তর খন্ডটি ছিটকে মস্তক থেকে দূরে গিয়ে পড়ছে। লোকটি তা কুড়িয়ে আনছে। কিন্তু ফিরে আসার আগেই এ ব্যক্তির মাথা জোড়া লেগে পূর্বের মতই হয়ে যাচ্ছে। তারপর লোকটি ফিরে এসে পাথর দ্বারা পূনরায় তাকে আঘাত করছে। রাসূল (সা.) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, এ ব্যক্তিটি কে? তারা দু'জন বললো আগে চলুন।

আমরা অগ্রসর হলাম এবং চুলার মতো একটি গর্তের নিকট গিয়ে পৌঁছিলাম। এটির উপরিভাগ ছিল সংকীর্ণ। কিন্তু নিম্নভাগ প্রশস্ত,আর এর নীচে ছিল জ্বলন্ত আগুন। আগুনের শিখা যখন ওপরে উঠেছে তখন ভিতরের লোকগুলো যেন বের হয়ে পড়বে বলে মনে হচ্ছে এবং আগুন যখন থেমে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে তখন তারাও নিচে চলে যাচ্ছে। ঐ সংকীর্ণ মুখ গর্তের মধ্যে বহু সংখ্যক উলঙ্গ নারী ও পুরুষদের রাখা হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেন, আমি (সাথী দু'জনকে) প্রশ্ন করলাম, একি কান্ড? তারা বললো এগিয়ে চলুন।

আমরা তখন অগ্রসর হলাম এবং একটি রক্ত প্রবাহিত নদীর কিনারে উপস্থিত হলাম, যার মধ্যে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। ইয়াযিদ ইবনু হারূন এবং ওয়াহাহব ইবনু জারীর ইবনু হাযিম থেকে বর্ণনা করেছেন, নদীর মাঝখানে একটি লোক দাড়িয়ে এবং নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে কিছু পাথর রাখা আছে। ইতোমধ্যে নদীর মাঝখানে দাঁড়ানো ব্যক্তি তীরের দিকে অগ্রসর হলো। এমনকি সে যখন তীরে উঠার চেষ্টা করলো তখন অপর লোকটি তার মুখের ওপর পাথর নিক্ষেপ করে তাকে পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে দিল। এমনভাবে যখন-ই সে তীরে উঠতে চাচ্ছে তখনই লোকটি তাকে পাথর ছুড়ে মারছে। আর সে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আমি প্রশ্ন করলাম, এ কি দেখছি? তারা দু'জন বললো, এগিয়ে চলুন। সেখানে আমরা এগিয়ে

চললাম এবং এমন একটি শ্যামল তরতাজা বাগিচায় উপস্থিত হলাম সেখানে একটি বিরাট গাছ ছিল। গাছটি নীচে এক বৃদ্ধ লোক ও কিছু সংখ্যক বালক- বালিকা ছিল। গাছটির অদূরেই একজন লোক তার সামনে আগুন প্রজ্জ্বলিত করছিল। আমার সাথী দু'জন আমাকে নিয়ে গাছে আরোহণ করে আমাকে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল যার চেয়ে উত্তম ও সুদৃশ্য ঘর কখনো দেখিনি। সেখানে যুবক বৃদ্ধ, নারী ও বালক-বালিকা অবস্থান করছিল। অতঃপর তারা দু'জন সেখান থেকে আমাকে বের করে আনলো এবং আবার আমাকে নিয়ে অন্য একটি গাছে আরোহণ করে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল যা পূর্বাপেক্ষা সুন্দর। আর সে ঘরের মধ্যে ছিল শুধুমাত্র বৃদ্ধ ও যুবকেরা। (রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন) আমি তাদেরকে আমার দু.সাথীকে বললাম। তোমরা তো আজ রাতে আমাকে ভ্রমণ করালে। এখন যেসব কিছু আমি দেখতে পেলাম তার তাৎপর্য কি। তারা বললো হ্যাঁ, তাই বলছি। যাকে আপনি দেখলেন যে তার চোয়াল বিদীর্ণ করা হচ্ছে সে হলো মিথ্যাবাদী। সে মিথ্যা কথা বলে বেড়াত। লোকেরা তার থেকে ঐ কথা শুনে অন্যদেরকে বলতো এবং এভাবে ক্রমাগত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তো। এখন কিয়ামাত পর্যন্ত তার সাথে এ ব্যবহার করা হবে। যে ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তার মাথা পাথরের আঘাতে চূর্ণ করা হচ্ছে, এ হলো সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআনের শিক্ষা দান করেছিলেন, কিন্তু তা থেকে সে রাতের বেলায় গাফিল থাকত আর দিনে বেলায় ও সে অনুসারে কাজ করেনি। তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত এ ব্যবহার করা হবে।

যাদেরকে আপনি তন্দুর সাদৃশ্য গর্তের মধ্যে দেখতে পেলেন তারা সবাই হলো ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীর দল। রক্তের নদীতে যাকে দেখলন, সে হলো সুদখোর। গাছের গোড়ায় যে বৃদ্ধকে দেখেছেন তিনি হলেন ইবরাহীম (আ.) আর তার চতুর্দিকের শিশুরা হলো মৃত নাবালেগ সন্তানগণ। যাকে আগুন জ্বালাতে দেখলেন, সে হলো জাহান্নামের মালিক ফেরেশতা খাযিন। প্রথম যে ঘরে আপনি প্রবেশ করেছিলেন তাহলো সাধারণ মু'মিনদের ঘর আর এটি হলো শহীদদের ঘর। আমি হলাম জিবরীল এবং ইনি হলেন মীকাঈল। এরপর সে বললো, আপনি মাথা উঠান। আমি মাথা তুলে ওপরে মেঘমালার মত কিছু দেখতে পেলাম।

তারা দু'জন বললো, ওটি আপনার স্থান। আমি বললাম, তোমরা আমাকে আমার বাসস্থানে যেতে দাও। উত্তরে তারা দু'জন বললেন,আপনার আয়ু তো এখনো অবশিষ্ট আছে। তা এখনো পূর্ণ হয়নি। আপনি তা পূরণ করলে, আপনার বাসস্থানে যেতে পারবেন।[১৯]

উক্ত হাদীছে রাসূল (সা.) স্বপ্নে চার শ্রেণী পাপীদের শাস্তি দেখেছেন। এরা হলো এই:

১.মিথ্যুক

২.আমল ও দাওয়াতে অলসতা প্রদর্শনকারী আলিম

৩ জ্বিনাকারী নারী পুরুষ

৪.সুদ খোর।

হে মুসলিম ভাই ! আপনি কি মিথ্যুক, যিনাকারী ও সুদ খোর? তাহলে ভাবুন এই মুহূর্তে আপনার জীবন শেষ হলে কি করুণ অবস্থায় উপনীত হবে। হে আলিম ভাই! আপনি ইলম অনুযায়ী আমল ও দাওয়াতী কাজ করেন কী? যদি আপনার উত্তর হাঁ বোধক হয় তাহলে ভাল। অন্যথায় আপনার অবস্থান নিয়ে একটু ভাবুন। আপনি পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আমল করা ও সে আলোকে সমাজ বিনির্মানের জন্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পেরেছেন কী? না কী ইমামতী ,চাকুরী ও পদবী চলে যাওয়ার ভয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে রয়েছেন। জালিমদের অত্যাচারের স্টীম রোলারের ভয়ে হক থেকে দুরে হেকমতের নিরাপদ জীবন যাপন করছেন। যাই করুন মালাকদের নজরদারী থেকে রেহায় পাবেন না,মৃত্যু নামক শক্তিকে প্রতিহত করতে পারবেন না। হক থেকে দূরে যেখানেই থাকুন। মালাকুল মাউত ফেরেশতা আপনাকে যথাসময়ে গ্রেফতার করবেই। আপনার সুখের স্বাদ মেটায়ে দিবেই। হাদীসে উল্লেখিত শাস্তির মুখোমুখী আপনাকে করবেই। সেখানে অসংখ্যবার আপনাকে পাথরের আঘাতে হত্যা করা হবে। তাই আপনাকে অবশ্যই হকের মুখ খুলতে হবে। অন্যথায় মালাকদের শাস্তি নেওয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

---

১৯ বুখারী. হা/ নং ১৩৮৬।

আমরা উক্ত হাদীছে আরো পাই রাসূল (সা.) এর রুহকে ঘুমের মধ্যে মালাক গণ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। সুতরাং মালাকগণ ঘুমের মধ্যে মানুষের রুহ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম।

মালাকদের দায়িত্ব

মালাকদের দায়িত্ব অনেক। এরা এদের কাজে ত্রুটি করে না। এদের কাজের প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে আর তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে মোতায়েন আছে পাষাণ হৃদয় কঠোর স্বভাব ফেরেশতা। আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা তারা অমান্য করে না, আর তারা তাই করে, তাদেরকে যা করার জন্য আদেশ দেয়া হয়।[২০]

নিম্নে এদের প্রধান প্রধান কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

জাহান্নাম রক্ষণায় নিযুক্ত

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা জাহান্নাম রক্ষায় অনেক ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। নিম্ন আয়াতে আমরা এর প্রমান পাই। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ . إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ . تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ.

যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি; কতই না নিকৃষ্ট সে প্রত্যাবর্তনস্থল! তাদেরকে যখন তাতে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা জাহান্নামের শ্বাস গ্রহণের (ভয়াবহ) গর্জন শুনতে

২০. সূরাহ আত্-তাহ্রীম (৬৬), আয়াতঃ ৬)।

পাবে আর তা হবে উদ্বেলিত। ক্রোধে আক্রোশে জাহান্নাম ফেটে পড়ার উপক্রম হবে। যখনই কোন দলকে তাতে ফেলা হবে তখন তার রক্ষীরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, 'তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি?[২১]

আরশ বহনে নিযুক্ত

আল্লাহ সাতটি আসমান সৃষ্টি করেছেন। সাত আসমানের উপর আরশ রয়েছে। আরশের উপর আল্লাহ রয়েছেন। আরশ বহনে ফেরেশতা রয়েছে। এদের পরিচয় আল-কুরআনে পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুস্পার্শ্বে ঘিরে আছে, তারা তাদের বরেব পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাসস্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেঃ হে আমাদের রব! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপি! অতএব যারা তাওবা করে ও আপনার পথ অবলম্বন করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।[২২]

আল্লাহ আরো বলেন,

وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

ফেরেশতারা থাকবে আকাশের আশে পাশে। আটজন ফেরেশতা সেদিন তোমার রবের 'আরশ নিজেদের ঊর্ধ্বে বহন করবে।[২৩]

---

২১. সরা মুলক (৬৭), আয়াতঃ৬-৮।

২২. সূরাহ আল মুমিন (৪০) আয়াতঃ ৭।

২৩. সূরাহ আল হা-ক্কাহ (৬৯), আয়াতঃ ১৭।

অহী বহনে নিযুক্ত

অহী হলো আল্লাহর প্রেরীত সর্বশেষ জীবন ব্যবস্থা। এ অহী বহনে নিযুক্ত ফেরেশতা হলেন জিবরীল (আ:)। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

يُنَزِّلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاتَّقُونِ

তিনি তাঁর এ রূহকে (নবুওয়াতকে) যে বান্দাহর উপর চান স্বীয় নির্দেশক্রমে ফেরেশতাদের মাধ্যমে অবতীর্ণ করেন (এই মর্মে যে) তোমরা সতর্ক কর যে, আমি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, কাজেই আমাকে ভয় কর।[২৪] আল্লাহ আরো বলেন,

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

এভাবে আমার নির্দেশের মূল শিক্ষাকে তোমার কাছে আমি অহী যোগে প্রেরণ করেছি। তুমি জানতে না কিতাব কী, ঈমান কী, কিন্তু আমি একে (অর্থাৎ অহী যোগে প্রেরিত কুরআনকে) করেছি আলো, যার সাহায্যে আমার বান্দাহদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা আমি সঠিক পথে পরিচালিত করি। তুমি নিশ্চিতই (মানুষদেরকে) সঠিক পথের দিকে নির্দেশ করছ।[২৫]

বৃষ্টি ও মেঘ নিয়ন্ত্রনে নিযুক্ত

ইসরাফীল বৃষ্টি ও মেঘ নিয়ন্ত্রনে নিযুক্ত রয়েছেন। এ মালাকের পরিচয় পূর্বে আমরা জেনেছি।

শিঙ্গায় ফুৎকারে নিযুক্ত

একটি বিশাল শিঙ্গা মুখে নিয়ে ইসরাফীল (আ.) আদেশের অপেক্ষায় আছেন। আদেশ পেলেই তিনি তাতে ফুৎকার দিবেন। দু'বার শিঙ্গায়

---

২৪. সূরাহ আন নাহল (১৬), আয়াতঃ ২।

২৫. সূরাহ আশ-শুরা (৪২), আয়াতঃ ৫২।

ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকার সম্পর্কে আমরা জানতে পারি নিম্নের আয়াতে।

إِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ

অতঃপর যখন সিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে- মাত্র একটি ফুঁৎকার।[২৬]

প্রথম বার শিঙ্গায় ফুঁৎকারের সাথে সাথে চতুর্দিকে মহা আতঙ্ক, আর্তনাদ এবং বিভিষিকা ছড়িয়ে পড়বে। তাই এটাকে আতংকের ফুৎকার বলা হয়।

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ

আর যে দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে সেদিন যারা আকাশে আছে আর যারা যমীনে আছে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ যাদের জন্য ইচ্ছে করবেন তারা বাদে। সবাই তাঁর কাছে আসবে বিনয়ে অবনত হয়ে।[২৭]

সে সময় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এর চল্লিশ দিন পর পুনরুত্থানের জন্য দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন,

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ

আর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তখন বেঁহুশ হয়ে পড়বে যারা আছে আকাশে আর যারা আছে যমীনে, তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এথেকে যে রেহাই পাবে তার কথা ভিন্ন। অতঃপর শিঙ্গায় আবার ফুঁ দেয়া হবে, তখন তারা উঠে দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।[২৮] আল্লাহ আরো বলেন,

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا

---

২৬ .সূরাহ আল-হাক্কাহ, (৬৯) আয়াতঃ ১৩।

২৭ . সূরাহ নামল(২৭), আয়াতঃ ৮৭।

২৮ . সূরাহ যুমার,(৩৯) আয়াতঃ ৬৮।

আমি তাদেরকে সেদিন এমন অবস্থায় ছেড়ে দেব যে, তারা একদল আরেক দলের উপর তরঙ্গমালার মত পড়বে। আর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। অতঃপর আমরা সব মানুষকে একসঙ্গে একত্রিত করব।[২৯]

উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে জানা গেল ইসরাফীল সময়ের অপেক্ষা করছেন। সময়ের বিবর্তনে একদিন তার ফুৎকারে এ পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে।

নিরাপত্তা ও বিপদ কার্যকর করণে নিযুক্ত

নিরাপত্তা ও বিপদ কার্যকর করণের জন্যে নিযুক্ত ফেরেশতা রয়েছে। যে ভাল কাজ করে আল্লাহ মালাক দ্বারা তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। আর যে আল্লাহর অবাধ্য আল্লাহ ফেরেশতা মাধ্যমে তাকে ক্ষতির ও বিপদের মধ্যে ঢেলে দেন। আল্লাহ এ মর্মে বলেন,

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

মানুষের জন্যে রয়েছে,সামনে ও পেছনে , একের পর এক আগমনকারী প্রহরী ,যারা আল্লাহ্‌র হুকুম মোতাবেক তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অকল্যাণ করতে চাইলে তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই, আর তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই[৩০]

এভাবে মালাক নদী, সমুদ্র, বাতাস ও নানা কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

মালাকদের ইবাদত

মালাকগণ বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত রয়েছে। এর পরও সবাই নিজ নিজ দায়িত্বের সাথে সাথে আল্লাহর ইবাদত করে চলছে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

---

২৯ .সূরাহ আল-কাহাফ (১৮), আয়াত: ৯৯।

৩০ . সূরাহ আর-রাদ(১৩), অয়াত: ১১।

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয় (সুমহান আল্লাহ্‌র প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয়ভীতিতে) আর ফেরেশতারা তাদের রবের প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং যারা পৃথিবীতে আছে তাদের জন্য (আল্লাহ্‌র নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রেখ আল্লাহ, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।[৩১] আল্লাহ আরো বলেন,

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

তারা রাত-দিন তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকে, তারা কখনো শিথিলতা করে না বা আগ্রহ হারায় না।[৩২]

মালাকদের পদচারণা

মালাকরা চলাচল করে। তবে ঘরে, বাসায়,অফিস ও যে কোন কক্ষে প্রাণীর ছবি থাকলে সেখানে মালাক প্রবেশ করে না। এ মর্মে রাসূল (ছা:) বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – قَالَتْ حَشَوْتُ لِلنَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – وِسَادَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ كَأَنَّهَا نُمْرُقَةٌ ، فَجَاءَ فَقَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ ، فَقُلْتُ مَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « مَا بَالُ هَذِهِ الْوِسَادَةِ » . قَالَتْ وِسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لَكَ لِتَضْطَجِعَ عَلَيْهَا . قَالَ « أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ »

আয়িশাহ (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সা.)-এর জন্য প্রাণীর ছবিওয়ালা একটি বালিশ তৈরি করেছিলাম। যেন তা একটি ছোট গদী। অতঃপর তিনি আমার ঘরে এসে দু' দরজার মধ্যে দাঁড়ালেন

---

৩১. সূরাহ আশ-শুরা (৪২), আয়াতঃ ৫।

৩২. সূরাহ আম্বিয়া (২১), আয়াতঃ ২০।

আর তাঁর চেহারা মলিন হয়ে গেল। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) ! আমার কী অন্যায় হয়েছে? তিনি বললেন, এ বালিশটি কেন? আমি বললাম, এ বালিশটি আপনি এর উপর ঠেস দিয়ে বসতে পারেন সে জন্য তৈরি করেছি। নাবী (সা.) বললেন, তুমি কি জান না যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে, সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না? আর যে ব্যাক্তি প্রাণীর ছবি আঁকে তাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে? (আল্লাহ) বলবেন, বানিয়েছ, তাকে জীবিত কর।[৩৩]

হাদীছে আরো এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضى الله عنهما – قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – الْبَيْتَ فَوَجَدَ فِيهِ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَصُورَةَ مَرْيَمَ فَقَالَ « أَمَا لَهُمْ ، فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ .

ইবনু আব্বাস (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সা.) একবার কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি ইবরাহীম (আ.) ও মারইয়ামের ছবি দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন,তাদের কী হল? অথচ তারা তো শুনতে পেয়েছে, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকবে, সে ঘরে ফেরেশতামণ্ডলী প্রবেশ করবে না।[৩৪]

সুবহানাল্লাহ! নবী ইবরাহীম (আ:) মত জাতির পিতার ছবি লটকানোতে যদি মালাক ঘরে না ঢোকে তাহলে এমন কোন মহান নেতা আছেন যার ছবি ঘরে, বাহিরে,অফিসে- আদালতে লটকানো যাবে।

মালাকদের মৃত্যু

সকল প্রাণীর মৃত্যু হবে। মৃত্যুর হাত থেকে কেউ রক্ষা পাবে না। মালাকদেরও মৃত্যু হবে। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন,

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ .

---

৩৩. সহীহুল বখারী, হা/নং ৩২২৪,২০১৫,৫১৮১,৫৯৬১,৭৫৫৭।

৩৪. সহীহুল বুখারী, হা/নং ৩৩৫১,৩৯৮,১৬০১,৩৩৫২,৪২৮৮।

আর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে । ফলে বেহুঁশ হয়ে পড়বে যারা আছে আকাশে আর যারা আছে যমীনে, তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছেয় এ থেকে যে রেহাই পাবে তার কথা ভিন্ন । অতঃপর শিঙ্গায় আবার ফুঁক দেয়া হবে, তখন তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে ।[৩৫]

এ আয়াত প্রমাণ করে মালাকগণ মারা যাবেন। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে আরো বলেন ।

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্‌কে ডেকো না, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর সত্তা ছাড়া সকল কিছুই ধ্বংসশীল । বিধান তাঁরই, আর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে ।[৩৬]

সুতরাং আল্লাহ ছাড়া সব প্রাণীকে মারা যেতে হবে । ফেরেশতারাও মারা যাবে ।

শেষ কথা:

এতক্ষণ ধরে আমরা মালাকদের পরিচয় সম্পর্কে জানলাম । এতে আমরা জেনেছি মালাকদের সৃষ্টি রহস্য, বিভিন্ন আকৃতি ধারণের অলৌকিক ক্ষমতা, বসবাসের স্থান, কতিপয় মালাকদের নাম ও দায়িত্ব, মালাকদের বৈশিষ্টাবলী ও এদের ইবাদত । শেষে আমরা এটাও জেনেছি যে, এই ক্ষমতাধর মালাকদেরও মৃত্যু হবে । সুতরাং আমাদেরকে এই মালাকদের উপর ঈমান আনয়ন করতে হবে । তাদের সৃষ্টির অস্তিত্বকে বিশ্বাস করতে হবে । তাদের কর্ম ও দায়িত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে । আল্লাহ আমাদেরকে মালাকদের প্রতি দৃঢ় ঈমান আনার তাওফীক দান করুন । আমিন

---

৩৫ . সূরাহ যুমার (৩৯), আয়াতঃ ৬৮ ।

৩৬ . সূরাহ আল -কাসাস (২৮),আয়াতঃ ৮৮ ।

দ্বিতীয় পর্ব

জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধকরণে মালাকদের নজরদারী

উপস্থাপনা

মালাক এক আশ্চার্যজীব। মানুষ সার্বক্ষণিক মালাকদের নজরদারীতে রয়েছে। মানুষের শুক্রকীট ধারণ থেকে জন্মলাভ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মালাক মানুষের নজরদারী করে। মানব জীবনের এক অভিচ্ছেদ্য সাক্ষী হলো মালাক। মালাক সব সময় মানব জীবনের ইতিহাস অনবরত লিপিবদ্ধ করছে। কিভাবে মালাক মানুষের জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধকরণের নজরদারীতে নিয়োজিত রয়েছে এটা গভীরভাবে অনুসন্ধান করা এ পর্বের প্রতিপাদ্য বিষয়। এ পর্বের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো হলো এই:

* মাতৃগর্ভে নজরদারী
* অবিচ্ছেদ্য নজরদারী
* ফজর ও আছর ছলাতের সময় নজরদারী
* সোম ও বৃহস্পতিবারের নজরদারী
* ভ্রমন ও চলাচলে নজরদারী
* রামাদ্বান মাসে নজরদারী
* জুমুআর দিনে নজরদারী
* মৃত্যু সম্পাদনে নজরদারী

আসুন! আমরা শিরোনামগুলো দলীলসহ জেনে নেই।

মাতৃগর্ভে নজরদারী

মালাক মাতৃগর্ভে নজরদারী করে। এ মর্মে অনেক হাদীস পাওয়া যায়। নিচে একটি হাদীস দেয়া হল:

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ « إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِى بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا ، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِىٌّ أَوْ سَعِيدٌ . ثُمَّ

يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ »

যায়েদ ইবনু ওয়াহব (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত। আবদুল্লাহ (রাদ্বি.) বলেন, সত্যবাদী হিসেবে গৃহীত আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান নিজের মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে অবস্থান করে । অতঃপর ঐভাবে চল্লিশ দিন অবস্থান করে তা আলাকে পরিণত হয়। ঐভাবে চল্লিশ দিন অবস্থান করে তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয় । অতঃপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। আর তাঁকে চারটি বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়। তাঁকে লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়, তার 'আমল, তার রিযক, তার আয়ু এবং সে কি পাপী হবে না নেককার হবে। অতঃপর তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেয়া হয়। কাজেই তোমাদের কোন ব্যক্তি আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তার এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত পার্থক্য থাকে। এমন সময় তার আমলনামা তার উপর জয়ী হয়। তখন সে জাহান্নামবাসীর মত আমল করে। আর একজন 'আমল করতে করতে এমন স্তরে পৌঁছে যে, তার এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে, এমন সময় তার 'আমলনামা তার উপর জয়ী হয়। ফলে সে জান্নাতবাসীর মত আমল করে [৩৭]

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় মাতৃগর্ভে ফেরেশতারা নজরদারী করে এবং নির্দিষ্ট তাকদীর লিপিবদ্ধ করে।

অবিচ্ছেদ্য নজরদারী

জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ সংরক্ষণের নজরদারীর জন্যে মানুষের জন্মের পরই তার দু কাধে দুজন মালাক স্থায়ীভাবে নজরদারী করার জন্যে নিযুক্ত করা হয়। মানুষের প্রতিটি কথা, হাসি, কান্না, চলার ভঙ্গিমা, চোখের গতিবিধি সব কিছু লিপি বদ্ধ করে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন;

---

৩৭ .বুখারী, হা/নং ৩২০৮ ।

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ . كِرَامًا كَاتِبِينَ . يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

অবশ্যই রয়েছে তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ। সম্মানিত লেখকবর্গ। তারা অবগত হয় যা তোমরা কর।[৩৮] এ মর্মে মহান আল্লাহ আরো বলেন,

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ . مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

দু'জন লেখক ডানে ও বামে বসে (মানুষের 'আমাল) লিখছে।যে কথাই মানুষ উচ্চারণ করে (তা সংরক্ষণের জন্য) তার নিকটে একজন সদা তৎপর প্রহরী আছে।[৩৯]

মালাকগণ কোন কিছু লিখতে বাদ দেন না। মানুষ স্বচক্ষে একদিন তা দেখবে । সে দিন হলো হিসাবের দিন। হিসাবের দিন মানুষকে তার জীবন বৃত্তান্ত দেখানো হবে। আজ যেমন মানুষ ক্যাসেটে, সিডিতে, কম্পিউটারে সংরক্ষিত বক্তব্য, অভিনয় লেখা ইত্যাদি অবিকল দেখতে পায়, তেমনি আল্লাহর পক্ষে মানুষের জীবন সংরক্ষণ করা কঠিন নয়। বরং মানুষ হিসাবের দিন তার কৃত আমলের হিসাব দেখে আশ্চর্য হবে। এর প্রমাণে নিম্ন আয়াতটি যথেষ্ট।

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

আর 'আমালনামা হাজির করা হবে, আর তাতে যা (লেখে রাখা আছে) তার কারণে তুমি অপরাধী লোকদেরকে দেখতে পাবে ভীত আতঙ্কিত। আর তারা বলবে, 'হায় কপাল! এটা কেমন কিতাব যে ছোট বড় কোন কাজই ছেড়ে দেয়নি বরং সব কিছুর হিসাব রেখেছে।' তারা যা

---

৩৮. সূরাহ আল- ইনফিতার (৮২), আয়াতঃ ১০-১২।

৩৯. সূরাহ আল -কাহ্‌ফ (৫০), আয়াতঃ ১৭-১৮।

করেছে তা সামনে উপস্থিত পাবে, আর তোমার রব কারো প্রতি যুলম করবেন না।[৪০]

সুতরাং মালাক হলো অবিচ্ছেদ্য সাক্ষী। তাই সকল মানুষকে প্রতিটি কথা ও কর্মে সতর্ক হওয়া উচিৎ।

ফজর ও আছর ছলাতের সময় নজরদারী

আল্লাহ মানুষের দৈনন্দিন কাজের নজরদারীর জন্য দু দল ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছেন। ফজর উদয়ের সাথে সাথে একদল মালাক পৃথিবীতে আগমন করে। ফজর থেকে আছরের সালাত এর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত মানুষ ভাল মন্দ যা করে তারা তা লিপিবদ্ধ করে। আরেক দল আছরের সময় পৃথিবীতে আগমন করে এবং আছর থেকে ফজর পর্যন্ত মানব জীবনের সকল কার্যক্রম নজরদারী করে। দৈনিক ফজর ও আছর ছলাতের সময় মালাক নজরদারী করে থাকে। নিম্ন হাদীসটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ »

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন: মালাকগণ পালা বদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করে; একদল দিনে একদল রাতে। আসর ও ফজরের সালাতে উভয় দল একত্র হয়। অতঃপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যায়। তখন তাদের রব তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে আসলে? অবশ্য তিনি নিজেই তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। উত্তরে তারা বলেন, আমরা তাদের সালাতে রেখে এসেছি, আর আমরা যখন তাদের নিকট গিয়েছিলাম তখন তারা সালাত আদায়রত অবস্থায় ছিলেন।[৪১]

---

৪০. সূরাহ আল- কাহাফ (১৮) আয়াতঃ ৪৯।

৪১. সহীহুল বুখারী, হা/নং ৫৫৫।

হে ভাই! উক্ত হাদীসে আপনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে, দু দল মালাক পালাক্রমে চব্বিশ ঘন্টা প্রতিটি মানুষকে নজরে রাখে । তাদের সকল কর্ম রেকর্ড করে। তাহলে একবার হৃদয়ের চোখে লক্ষ্য করুন আপনি কি করছেন? ভেবে দেখুন মালাকগন দৈনিক আপনার কি লেখছেন? একজন চোর যদি দেখে যেখানে চুরি করবে সেখানে অত্যাধুনিক ক্যামেরা ও আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত র‍্যাব বাহিনী রয়েছে। এমতাবস্থায় কি চোর চুরি করবে? আপনি অবশ্যই বলবেন না। তাহলে বিশাল শক্তিধর মালাক বাহিনীর সামনে কিভাবে আপনি পাপের কাজ করবেন। মালাক বাহিনী তো সর্বদা রেডি। তারা তো ঘুষ খায় না। তাদের ক্যামেরাও কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

অতঃএব ,হে মানুষ সাবধান হোন।

সোম ও বৃহস্পতিবারের নজরদারী

সোমবার ও বৃহস্পতিবারে সকল মানুষের আমল নামা, জীবন বৃত্তান্ত আল্লাহর নিকট উপস্থাপন করা হয়। মালাকগণ আল্লাহর নিকট অডিট করা আমলনামা নিয়ে দুনিয়ায় ফিরে আসেন। এ নিম্ন হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اتْرُكُوا أَوْ ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا

আবু হুরাইরাহ (রাদ্বি.) এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের আমল সপ্তাহে দুবার সোমবার ও বৃহস্প্রতিবার (আল্লাহর দরবারে) উপস্থাপন করা হয়। এরপর প্রত্যেক মু'মিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়। তবে সে ব্যক্তিকে নয়, যার ভাই- এর সাথে তার দুশমনী রয়েছে। তখন বলা হবে, এ দু'জনকে বর্জন করো অথবা অবকাশ দাও যতক্ষণ না তারা মীমাংসার প্রতি প্রত্যাবর্তন করে। [৪২]

৪২. সহীহুল মুসলিম, হা/নং ৬৪৪১।

ভ্রমন ও চলাচলে নজরদারী

একদল মালাক ভ্রমন ও চলাচলে নজরদারী করে। চলাচল কালীন যাবতীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। তারা লক্ষ্য করে কে চলাচলে কুরআন তিলাওয়াত, দুআ ও যিকির পাঠ করে ? কে জান্নাত চায় ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির চিন্তা করে? এদের বিষয়ে মালাকগণ আল্লাহর নিকট আলোচনা করে। নিচের হাদীসটি এর উজ্জর প্রমাণ।

عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ فِى الطُّرُقِ ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ . قَالَ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا . قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِى قَالُوا يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ ، وَيُكَبِّرُونَكَ ، وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ . قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِى قَالَ فَيَقُولُونَ لاَ وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ . قَالَ فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِى قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً ، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا ، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا . قَالَ يَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونِى قَالَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ . قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا . قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا ، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا ، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً . قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ . قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لاَ وَاللَّهِ مَا رَأَوْهَا . قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا ، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً . قَالَ فَيَقُولُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ . قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فِيهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ . قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ » .

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর একদল ফেরেশতা আছেন, যাঁরা আল্লাহর যিকর রত লোকদের খোজে পথে পথে ঘুরে বেড়ান। যখন তাঁরা কোথাও আল্লাহর যিকর রত লোকদের দেখতে পান, তখন ফেরেশতারা পরস্পরকে ডাক দিয়ে বলেন, তোমরা আপন আপন কাজ করার জন্য এগিয়ে এসো। তখন তাঁরা তাঁদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে ফেলেন নিকটবর্তী আকাশ পর্যন্ত। তখন তাদের রব তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন (যদিও ফেরেশতাদের চেয়ে তিনিই অধিক জানেন) আমার বান্দারা কী বলছে? তখন তাঁরা বলে, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিচ্ছে, তারা আপনার গুণগান করছে এবং তারা আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করছেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তখন তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব, আপনার শপথ! তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলবেন, আচ্ছা, তবে যদি তারা আমাকে দেখত তাহলে কেমন হতো? তারা বলেন, যদি তারা আপনাকে দেখত। তবে তারা আরও অধিক পরিমাণে আপনার ইবাদত করত, আরো অধিক আপনার মহত্ম্য ঘোষণা করত, আরো অধিক পরিমাণে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্ বলেন, তারা আমার কাছে কী। চায় তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞাস করীবেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে ? ফেরেশতারা বলবেন, না। আপনার সত্ত্বার কসম! হে রব! তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞাস করবেন যদি তারা দেখত তবে তারা কী করত? তাঁরা বলবে, যদি তারা তা দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরো অধিক লোভ করতো, আরো বেশী চাইত এবং এর জন্য আরো বেশী বেশী আকৃষ্ট হত। আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেন, তারা কী থেকে আল্লাহর আশ্রয় চান? ফেরেশতাগণ বলবেন, জাহান্নাম থেকে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তাঁরা জবাব দেবে, আল্লাহর কসম! হে রব! তারা জাহান্নাম দেখেনি। তিনি জিজ্ঞাস করবেন, যদি তারা তা দেখতে তাদের কী হত? তাঁরা বলবে, যদি তারা তা দেখত, তাহলে তারা তাদেকে দ্রুত পালিয়ে যেত এবং একে অত্যন্ত বেশী ভয় করত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের একজন বলবে তাদের মধ্যে

অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে কোন প্রয়োজনে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তারা এমন উপবেশনকারী যাদের মাজেলিসে উপবেশনকারী বিমুখ হয় না।[৪৩]

রামাদ্বান মাসে নজরদারী

রামাদ্বান মাস কুরআন নাযিলের মাস। জাহান্নাম বন্ধ ও জান্নাতের দ্বার সমূহ উম্মুক্ত করার মাস। এ মাস প্রবেশের সাথে সাথে বিশেষ মালাক কল্যাণ দিকে আসার ও অকল্যাণ বর্জন করার আহবান জানায়। এটা মানব জাতির জন্য মহা কল্যাণকর নজরদারী। রামাদ্বান মাসে নজরদারীর জন্যে বিশেষ মালাক সম্পর্কে হাদীসে এসেছেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বি.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রামাদ্বান মাসের প্রথম রাত আসে, তখন ফেরেশতা ও অভিশপ্ত জিনদের শৃঙ্খলিত করা হয়। দোজখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়, তার একটি দরজাও খোলা হয় না। আর বেহেশতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, এর একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না। আর এক ঘোষক ঘোষনা করে, হে সৎ কর্মপরায়ণ ব্যাক্তিবর্গ! অগ্রসর হও। হে অসৎ কর্মপরায়ণ ব্যাক্তিবর্গ! থেমে যাও। আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য লোককে দোজখ থেকে মুক্তি দেন, আর তা প্রতি রাতেই সংঘটিত হয়ে থাকে।[৪৪]

---

৪৩. বুখারী, হা/নং ৬৪০৮, মুসলিম, হা/নং২৬৮৯, আহমাদ, হা/নং ৭৪৩০।

৪৪. ছহীহ ইবনে মাযা, হা/নং ১৩৩১।

রামাদ্বানের লাইলাতুল ক্বাদর জিবরীল (আ:) ও মালাকগণ আগমণ করে এবং মানব জাতিকে মনিটরি করে। এ মর্মে আল্লাহ্ বলেন,

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

সে রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রুহ্ অবতীর্ণ হয় তাদের রবের অনুমতি ক্রমে।[৪৫]

জুমুআর দিনে নজরদারী

জুমুআর দিনে কারা আওয়াল ওয়াক্তে মসজিদে যায় মালাকগণ তাদের নাম লিপিবদ্ধ করে। নিচের হাদীস এর উজ্জল প্রমাণ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - « إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِى يُهْدِى بَدَنَةً ، ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى بَقَرَةً ، ثُمَّ كَبْشًا ، ثُمَّ دَجَاجَةً ، ثُمَّ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ ، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ »

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন নাবী (সা.) বলেন, জুমআর দিন মাসজিদের দরজায় মালাইকাহ অবস্থান করেন এবং ক্রমানুসারে পূর্বে আগমণকারীদের নাম লিখতে থাকে। যে সবার পূর্বে আসে সে ঐ ব্যাক্তির ন্যায় যে একটি মোটাতাজা উট কুরবানী করে। অতঃপর আগমনকারী ব্যক্তি মুরগী দানকারীর ন্যায় অতঃপর আগমনকারী ব্যাক্তি একটি ডিম দানকারীর ন্যায়। অতঃপর ইমাম যখন বের হন তখন মালাইকাহ তাঁদের খাতা বন্ধ করে দিয়ে মনোযোগ সহকারে খুতবাহ শ্রবণ করতে থাকে।[৪৬]

মৃত্যু সম্পাদনে নজরদারী

দিনের পর যেমন রাত আসেম, অন্ধকারের পর যেমন আলো আসে তেমনি মানব জীবনের সমাপ্তি এক দিন না এক দিন হবেই। ইসলামের

---

৪৫. সূরাহ আল কাদর (৯৭), আয়াত: ৪।

৪৬. বুখারী, হা/নং ৯২৯।

পরিভাষায় এ সমাপ্তির নাম মৃত্যু। মৃত্যু মামাকগণ সম্পাদন করে থাকে।

আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.

বল, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্ব নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে, অতঃপর তোমাদের রবের নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।[৪৭] মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ . وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ . ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ .

তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের আত্মাকে নিয়ে নেন, আর দিনের বেলা যা তোমরা কর তা তিনি জানেন। অতঃপর দিনের বেলা তিনি তোমাদের জাগিয়ে দেন, যাতে জীবনের নির্দিষ্টকাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁর পানেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, অতঃপর তিনি তোমাদের নিকট বর্ণনা করে দেবেন যা তোমরা করছিলে। তিনি তাঁর বান্দাদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বশীল, আর তিনি তোমাদের উপর রক্ষক নিযুক্ত করেন। অতঃপর তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে আমরা প্রেরিতগণ (ফেরেশতারা) তার মৃত্যু ঘটায়। নিজেদের কর্তব্য পালনে তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না। অতঃপর তাদেরকে তাদের প্রকৃত রবের নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে। সাবধান! কর্তৃত্ব তাঁরই, আর তিনি হিসাব গ্রহণে সর্বাপেক্ষা ত্বরিতগতি। ৪৮ মৃত্যুর দায়িত্বে ফেরেস্তা খুবই শক্তিশালী। তাই মৃত্যু থেকে কেউ পালায়ন করতে পারবে না। আল্লাহ আরো বলেন,

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ

৪৭. সূরাহ সাজদাহ, (৩২), আয়াতঃ ১১।

৪৮. সূরাহ আনআম (৬), আয়াতঃ ৬০-৬২।

তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে বসবেই, যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দূর্গের মধ্যে অবস্থান কর।[৪৯]

মৃত্যু সম্পাদনে মালাকদের বিবরণ হাদীসে এসেছে। নিম্নে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করা হল:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَكَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنْ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ قَالَ فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ فَيَقُولُونَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ

৪৯. সূরাহ আন নিসা, ৯৪), আয়াতঃ ৭৮।

وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا عِلْمُكَ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَيَقُولُ رَبِّ أَقِمْ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي قَالَ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنْ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمْ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَغَضَبٍ قَالَ فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ فَيَقُولُونَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ } فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ثُمَّ قَرَأَ { وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا

خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ } فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوا لَهُ مِنْ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ فَيَقُولُ رَبِّ لَا تُقِمْ السَّاعَةَ

বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন, আমরা একবার নবী করীম (সা.)-এর সাথে আনসারীদের এক ব্যক্তির জানাযায় গেলাম। আমরা কবরের নিকট গেলাম কিন্তু তখনো কবর খোড়া হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বসে গেলেন এবং আমরাও তার আশে পাশে বসে গেলাম, যেমন আমাদের মাথায় পাখি বসেছে (অর্থাৎ চুপচাপ।) তখন রাসূল (সা.)-এর হাতে একটি কাঠের টুকরা ছিল, তা দ্বারা তিনি (চিন্তিত ব্যক্তিদের ন্যায়) মাটিতে দাগ দিচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, আল্লাহর নিকট কবরের আযাব থেকে পানাহ চাও। কথাটি তিনি দুই বা তিনবার বললেন। তারপর বললেন, মু'মিন বান্দা যখন পৃথিবীকে ত্যাগ করতে এবং আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তার নিকট আসমান থেকে উজ্জল চেহারাবিশিষ্ট একদল ফেরেশতা আসে, যাদের চেহারা যেন সূর্যের ন্যায়। তাদের সাথে জান্নাতের কাফনসমূহের একটি কাফন (কাপড়) থাকে এবং জান্নাতের সুগন্ধিসমূহের এক রকম সুগন্ধি থাকে। তারা তার নিকট থেকে দৃষ্টি সীমার দূরে বসেন।

অতঃপর মালাকুল মউত [আযরাঈল (আ.)] তার নিকট আসেন এবং তার মাথার নিকট বসে বলেন, হে পবিত্র রূহ! বের হয়ে এসো আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে। তিনি বলেন, তখন তার রূহ বের হয়ে আসে, যেমন মোশক হতে পানি বের হয়ে আসে। তখন মালাকুল মাউত তাকে

গ্রহণ করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না, বরং ঐ সকল অপেক্ষমান ফেরেশতা এসে গ্রহণ করেন এবং একে ঐ কাফন ও ঐ সুগন্ধিতে রাখেন। তখন তা থেকে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সকল খোশবু অপেক্ষা উত্তম মেশকের খোশবু বের হতে থাকে। তিনি বলেন, তাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ উপরে উঠতে থাকেন এবং যখনই তারা ফেরেশতাদের মধ্যে কোন ফেরেশতাদলের নিকট পৌঁছেন তারা জিজ্ঞাসা করেন,এ পবিত্র রূহ কার? তখন এরা পৃথিবীতে তাকে লোকেরা যে সব উপাধি দ্বারা ভূষিত করত, সেগুলো থেকে উত্তমটি দ্বারা ভূষিত করে বলেন, এটা অমুকের পুত্র, অমুকের রূহ, যতক্ষন না তারা তাকে নিয়ে প্রথম আকাশে পৌঁছেন। অতঃপর তারা আকাশের দরজা খুলতে চান, আর অমনি তাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হয়। তখন প্রত্যেক আকাশের সম্মানিত ফেরেশতাগণ তাদের পশ্চাৎগামী হোন ওপরের আকাশ পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার ঠিকানা ইল্লিয়ীনে লিখ এবং তাকে (তার কবরে) পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা, আমি তাদেরকে তা থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তাতেই তাদের প্রত্যাবর্তিত করব, অতঃপর তা থেকে আমি তাদেরকে পুনরায় বের কবর । রাসূল (সা.) বলেন, সুতরাং তার রূহ তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান, তারপর তারা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার রব কে? তখন সে বলে, আমার রব আল্লাহ। অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দ্বীন কি? তখন সে বলে, আমার দ্বীন হল ইসলাম। আবার তারা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সা.)। পুনরায় তারা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি তাকে কি করে চিনতে পারলে? সে বলে,আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, অতঃপর তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আকাশের দিক হতে একজন আহ্বান কারী আহব্বান করেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। অত:পর তার জন্য জান্নাতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের একটি পোশাক পরিয়ে দাও। এতদ্ব্যতীত তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। রাসূল (সা.) বলেন, তখন তার প্রতি বেহেশতের সুখ-শান্তি ও জান্নাতের সুগন্ধি আসতে থাকে এবং তার

জন্য তার কবর দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়। রাসূল (সা.) বলেন, অতঃপর তার নিকট এক সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট সুন্দর কাপড় পরিহিত সুগন্ধযুক্ত ব্যক্তি এসে তাকে বলে, তোমাকে সন্তুষ্টি দান করবে এমন বস্তুর সুসংবাদ গ্রহণ কর। এ দিনেরই তোমাকে ওয়াদা দেয়া হয়েছিল। তখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কে? তোমার চেহারা তো দেখার মতো চেহারা! কল্যাণের বার্তা বহন করে। তখন সে বলে, আমি তোমার নেক আমল। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! কেয়ামত কায়েম করুন ! হে আল্লাহ! কেয়ামত কায়েম করুন! যেন আমি আমার পরিবার ও সম্পদের দিকে যেতে পারি (অর্থাৎ হূরগিলমান ও জান্নাতী সম্পদ তাড়াতাড়ি পেতে পারি)। কিন্তু কাফের বান্দা, যখন সে দুনিয়া ত্যাগ করতে ও আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে ,তখন নিকট আকাশ হতে একদল কালো চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতা অবতীর্ণ হন, যাদের সাথে শক্ত চট থাকে। তারা তার নিকট থেকে দৃষ্টির সীমার দূরে বসেন। অতঃপর মালাকুল মাউত আসেন এবং তার শিয়রে বসেন, অতঃপর বলেন হে খবীস রূহ! বের হয়ে আস আল্লাহর রোষের দিকে। রাসূল (সা.) বলেন, এ সময় রূহ ভয়ে তার শরীরের এদিক সেদিক পালাতে থাকে। তখন মালাকুল মাউত একে টেনে বের করেন, যেমন লোহার গরম শলাকা ভিজা পশম থেকে টেনে বের করা হয় (আর তাতে পশম লেগে থাকে) তখন তিনি একে গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন গ্রহন করেন মুহূর্ত কালের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না, বরং অপেক্ষমান ফেরেশতাগণ তাড়াতাড়ি তাকে সে চটে জড়িয়ে নেন। তখন তা হতে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে যা পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত গলিত শবদেহের দুর্গন্ধ অপেক্ষা বেশী। তাকে নিয়ে তারা উপরে উঠতে থাকেন; কিন্তু যখনই তারা তাকে নিয়ে ফেরেশতাদের কোন দলের নিকট পৌঁছেন, তারা জিজ্ঞেসা করেন এ খবীস রূহ কার? তখন তাকে দুনিয়াতে যেসব খারাপ উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হতো সেগুলোর মধ্যে থেকে সর্বাপেক্ষা খারাপটি দ্বারা ভূষিত করে বলেন, অমুকের পুত্র অমুকের, যতক্ষণ না তাকে প্রথম আকাশ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় । অতঃপর তার জন্য আকাশের দরজা খুলে দিতে চাওয়া হয়। কিন্তু খুলে দেওয়া হয় না। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সমর্থনে কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন, যার অর্থ হলো-

তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন তার ঠিকানা সিজ্জীনে লিখ, পৃথিবীর সর্বনিম্ন স্তরে। অতএব তার রূহকে পৃথিবীর দিকে খুব জোরে নিক্ষেপ করা হয়। এ সময় রাসূল (সা.) এ কথার সমর্থনে এ আয়াত পাঠ করলেন যার অর্থ হলো,

"যে আল্লাহর সাথে শরীক করেছে, সে যেন আকাশ থেকে পড়েছে, অতঃপর পাখি তাকে ছো মেরে নিয়ে গেছে অথবা বাতাস তাকে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত করেছে। অতঃপর তার রূহ তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তখন তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার রব কে? সে বলে হায় হায়! আমি জানি না। অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দ্বীন কি? সে বলে হায় হায় আমি জানি না। তারপর জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছেন, তিনি কে? সে বলে হায়! আমি জানি না। এ সময় আকাশের দিক থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, সে মিথ্যা বলেছে, সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং জাহান্নামের দিকে একটা দরজা খুলে দাও!

অতএব তার দিকে জাহান্নামের উত্তাপ আগুন আসতে থাকবে এবং তার কবর তার প্রতি এত সংকুচিত হয়ে যায় যাতে তার এক দিকের পাজর অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার নিকট একটা অতি কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট নোংরাবেশী দুর্গন্ধযুক্ত লোক আসে এবং বলে, তোমাকে দুঃখিত করবে, এমন জিনিসের সংবাদ গ্রহণ কর !এ দিবস সম্পর্কেই (দুনিয়াতে) তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হতো। তখন সে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? কি কুৎসিত তোমার চেহারা যা মন্দ সংবাদ বহন করে! সে বলে, আমি তোমার বদ আমল। তখন সে বলে, হে আল্লাহ! কিয়ামত কায়েম কর না (তখন উপায় থাকবে না)।[৫০]

---

৫০. আহমদ, মুসনাদু আহমদ, হা/নং ১৮৫৩৪ : আলবানী, মিশকাত হা/নং ১৬৩০।

মৃত্যুর পরে ভাল ও মন্দ সাক্ষী গ্রহণে নজরদারী

মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। মৃত্যুর পর মানুষের প্রকৃত তথ্য বের হয়। ভাল হলে সবায় ভাল বলে। খারাপ হলে সবাই খারাপ বলে। এমনকি কেউ ভাল মানুষ হলে শত্রুরা পর্যন্ত স্বেচ্ছায় তার সম্পর্কে বলে উঠে সত্যই সে ভাল মানুষ ছিল। আল্লাহ মালাকদের মাধ্যমে মৃত্যুর পর এই সার্টিফিকেট সংরক্ষণ করেন। এই সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির জান্নাত অথবা জাহান্নাম নির্ধারিত হয়। সুতরাং প্রতিটি মানুষের উচিৎ এমন জীবন গঠন করা যাতে মৃত্যুর পর সবাই ভাল বলে সাক্ষী দেয়। এ মর্মে একটি হাদীস আপনাদের উদ্দেশ্য প্রদত্ত হলো,

عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ – رضى الله عنه – يَقُولُ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا ، فَقَالَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – « وَجَبَتْ » . ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ « وَجَبَتْ » . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ – رضى الله عنه – مَا وَجَبَتْ قَالَ « هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِى الأَرْضِ » .

আনাস ইবনু মালিক (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক সাহাবী একটি জানাজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁরা প্রশংসা করলেন। তখন নাবী (সা.) বললেনঃ ওয়াজিব হয়ে গেল। একটু পরে অপর একটি জানাযা অতিক্রম করল তখন তাঁরা নিন্দাসূচক মন্তব্য করলেন। (এবারও) নাবী (সা.) বললেনঃ ওয়াজিব হয়ে গেলে। তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বি.) আরয করলেনঃ(হে আল্লাহর রসূল!) কি ওয়াজিব হয়ে গেল? তিনি বললেনঃ এ (প্রথম) ব্যাক্তি সম্পর্কে তোমরা উত্তম মন্তব্য করলে, তাই তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। আর এ (দ্বিতীয়) ব্যাক্তি সম্পর্কে তোমরা নিন্দাসূচক মন্তব্য করায় তার জন্য

জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল তোমরা তো পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী।[৫১] অন্য হাদীসে রয়েছে

إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرأ من الخير و الشر

আল্লাহর মালাকসমূহ রয়েছে যারা মানুষের মুখে মানুষ সম্পর্কে উত্তম ও নিন্দাবাদের কথা বলে।[৫২] ইমাম হাকিম বলেন, মুসলিমের শর্তের আলোকে হাদীসটি ছহীহ।[৫৩]

উক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল মৃত্যুর পর মানুষ মৃত্যু ব্যক্তি সম্পর্কে যা বলে মালাকগণ তা ঐ ব্যক্তির সার্টিফিকেট স্বরূপ রেকর্ড করে। এ সার্টিফিকেট তাকে জান্নাতে বা জাহন্নামে নিয়ে যাবে। কারণ, এ সময় সে ব্যক্তির মূল চরিত্রই আলোচনা করা হয়। শত্রু পক্ষ থেকে থাকলে তারাও এ সময় অনুতপ্ত হয় এবং তাদের হৃদয়ের গভীর থেকে তার সম্পর্কে সত্য কথা বের হয়ে আসে। মৃত্যু ব্যক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে যা সমালোচনা করা হয় মালাকগণ তা নিয়ে কিয়ামতে হাজির হবে। তাই প্রতিটি মানুষকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন।

সমাপনী

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা আশাকরি বুঝতে পেরেছি যে, আমাদের জীবন কত কঠিন এক জীবন। শক্তিশালী মালাক বাহিনী দ্বারা প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনের সকল কার্যকলাপ লেখা হচ্ছে। মানুষ যেখানেই থাক না কেন সেখানেই তার সঙ্গে কম পক্ষে দুজন মালাক সব সময় পাহারাদার থাকে। এর পরও রয়েছে দৈনিক দু'দল মালাকের নজরদারী। তারা সরাসরী মানুষের সারা দিন - রাতের ভাল মন্দ সব আমল নিয়ে আল্লাহর নিকট চলে যান। একজন সচেতন মানুষের দিনের কাজের শুরু হয় ফজর থেকে। আর সেই সময় থেকেই ডিউটি শুরু হয় মালাকদের। এ ছাড়াও সোমবার ও বৃহস্পতি বারে রয়েছে স্পেশাল মালাকদের বিশেষ নজরদারী-। রাস্তা- ঘাট, ক্ষেত- ক্ষামার, বাস, ট্রেন, প্লেন, রকেট যেখানেই কেউ

---

৫১. বুখারী, হা/নং ১৩৬৭।

৫২. আল- মুস্তাদরিক আলা ছহীহাইন, হা/নং ১৩৯৭।

৫৩. প্রাগুক্ত।

বিচরণ করুক। সেখানেই ভ্রাম্যমান মালাক তাকে গ্রাস করবেই। ঘরে-বাহিরে, অফিস -আদালতে, জলে-স্থলে, আকাশে-জমিনে যেখানেই মানুষ কিছু করবে মালাক তা অবিকল লেখে রাখে। মালাকদের লেখাকে মানুষ স্বচক্ষে হিসাবের দিন দেখবে। মানুষের জীবন বৃত্তান্ত মানুষ নিজেরাই পড়বে। আল্লাহ বলেন,

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

(তাকে বলা হবে) 'পাঠ কর তোমার কিতাব, আজ তোমার হিসাব নেয়ার ব্যাপারে তুমিই যথেষ্ট।'[৫৪]

মানুষ তার কৃত কর্মের রেকর্ড কে অস্বীকার করতে পারবে না। কারণ, তার দেহই হবে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী। আল্লাহ বলেন,

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ . حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

যে দিন আল্লাহর দুশমনদেরকে জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হবে, তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হবে। শেষ পর্যন্ত যখন তারা জাহান্নামের নিকটে পৌছবে, তখন তারা যা করত সে সম্পর্কে তাদের কান, তাদের চোখ আর তাদের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের চামড়াকে বলবে– আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিচ্ছ? তারা উত্তর দিবে– আল্লাহ আমাদেরকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, যিনি সব কিছুকেই (আজ) কথা বলার শক্তি দিয়েছেন তিনিই প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।[৫৫]

অতএব মালাকদের প্রতি ঈমান দৃঢ় করুন। নিজের জীবন ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রাখুন। আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক জীবন গঠন করার তাওফীক দিন। আমীন

---

[৫৪] .সূরাহ বানী ইসরাঈল (১৭), আয়াত: ১৪।

[৫৫] .সূরাহ ফুসসিলাত (৪১), আয়াত: ১৯-২১।

৩য় পর্ব
মানব জাতির কল্যাণে মালাকদের নজরদারী

উপস্থাপনা

ফেরেশতারা আল্লাহর অন্যতম সৃষ্টি। এরা সব সময় আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করে থাকে। তারা নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছুই বলে না। আল্লাহ বলেন, এর প্রমানে মহান

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতামন্ডলী, যারা অমান্য করে না আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্টিত হয় তাই করে।[৫৬]

আল- কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ফেরেশতামন্ডলী মানব জাতির কল্যানের জন্যে দু'আ করে থাকে। কল্যাণ কামনা করে থাকে। আল্লাহ নিদের্শে সরাসরী সাহায্যও করে থাকে। যেমন বদরের যুদ্ধে আল্লাহ মালাকদের দ্বারা সাহায্য করেছিলেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ . بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ

৫৬. সূরাহ আত-তাহরীম (৬৬), আয়াতঃ ৬।

এবং আল্লাহ তোমাদের হীন অবস্থায় বাদ্‌র যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন, সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করে চল, যেন তোমরা শোকরগুজার হতে পার। (স্মরণ কর) যখন তুমি মু'মিনদেরকে বলছিলে, 'তোমাদের জন্য কি এটা যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের রব তিন হাজার ফেরেশতা অবতরণপূর্বক তোমাদের সাহায্য করবেন?'[৫৭]

মালাকদের সাহায্য মানুষ স্বচক্ষেও দেখেছে। মহান আল্লাহ্ মলেন

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ

তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে সেই দু'দল সৈন্যের মধ্যে যারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়িয়েছিল (বাদ্‌র প্রান্তরে)। একদল আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করেছিল এবং অপরদল ছিল কাফির, কাফিররা মুসলিমদেরকে প্রকাশ্য চোখে দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে স্বীয় সাহায্যের দ্বারা শক্তিশালী করে থাকেন, নিশ্চয়ই এতে দৃষ্টিমানদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

উক্ত আয়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ সরাসরি মালাকদের দ্বারা মানুষের সাহায্য করে থাকেন। এভাবে মালাক মু'মিনদের নিরাপত্তার কাজ করে। তারা সার্বিক কল্যাণএর জন্যে বিশেষ গুণ সম্পন্ন মু'মিনদের জন্য দুআ করে থাকে।

আর যাদের প্রতি ফেরেশতমন্ডলী কল্যাণের জন্য দু'আ, সাহায্য ও নিরাপত্তা প্রদান করে তারা অনেক। এদের অন্যতম হলোঃ

* মুহাম্মাদ (সা:) এর জন্য
* নাবী (সা.)-এর উপর দরূদ পাঠকারীর জন্য
* অযু অবস্থায় ঘুমন্ত ব্যক্তির জন্য
* ছালাতের অপেক্ষাকারী মুছল্লীবৃন্দের জন্য
* প্রথম কাতারের মুছল্লীবৃন্দের জন্য

---

[৫৭] .সূরাহ আলু ইমরান(৩), আয়াত: ১২৩-১২৪।

* ছলাতের লাইনের ডান পার্শ্বের মুছল্লীবৃন্দ এর জন্য
* কাতারে পরস্পর মিলিতভাবে দাঁড়ানো মুছল্লীবৃন্দের জন্য
* ইমাম এর সূরা ফাতিহা শেষ করার পর আমীন পাঠকারীবৃন্দের জন্য
* সালাত সমাপ্তীর পর অযুসহ স্ব স্থানে অবস্থানকারীদের জন্য
* জামাতের সাথে ফজর ও আসর ছালাত আদায়কারীর জন্য
* কুরআন খতমকারীর জন্য
* মুসলিম ভাইয়ের কল্যাণের জন্য দু'আকারীর জন্য
* কল্যাণের পথে ব্যায়কারীদের জন্য
* সাহরী ভক্ষণকারীদের জন্য
* রোগী পরিদর্শনকারীর জন্য
* সৎকাজের শিক্ষা প্রদানকারীর জন্য
* মু'মিন ও মু'মিনদের আত্মীয় ও তাওবাকারীদের জন্য

আসুন! আমরা বিস্তারিত জেনে নেই।

মুহাম্মাদ (সা:) এর জন্যে

ফেরেশতা কর্তৃক দরূদ ও দু'আ প্রাপ্তদের মধ্যে সবার উর্ধে, সর্বোচ্চ মর্যাদা, সর্ব শ্রেষ্ঠ, সুমহান ও পরিপূর্ণতার অধিকারী হলেনঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা.) এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

নিশ্চয় আল্লাহ নাবীর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তার ফেরেশতারাও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। হে মু'মিনগণ তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।[৫৮]

---

৫৮. সূরাহ আহযাব(৩৩), আয়াতঃ ৫৬।

নাবী (সা.)-এর উপর দরূদ পাঠকারীর জন্য

এর প্রমান হলো ইমাম আহমদ (রহ.)-এর বর্ণিত নিম্ন হাদীস।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার উপর সত্তর বার দয়া করেন ও তার ফেরেশতারা তার জন্য সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করবে। অতএব, বান্দারা অল্প দরূদ পাঠ করুক বা অধীক দরূদ পাঠ করুক।[৫৯]

অযু অবস্থায় ঘুমন্ত ব্যক্তির জন্য

যে সব সৌভগ্যবান মানুষের জন্য ফেরেশতা মণ্ডলী দু'আ করে, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন অযু অবস্থায় ঘুমন্ত ব্যক্তি গন। এর প্রমানে হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ , أَنّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ , قَالَ:طَهِّرُوا هَذه الأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللَّهُ , فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلا بَاتَ مَلَكٌ فِي شِعَارِه لا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلا قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا.

ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন। তোমাদের এই শরীর সমূহকে পবিত্র রাখ। আল্লাহ তোমাদেরকে পবিত্র করবেন। যে ব্যক্তি পবিত্রাবস্থায় (অযু অবস্থায়) রাত অতিবাহিত করবে, অবশ্যই একজন ফেরেশতা তার সঙ্গে রাত অতিবাহিত করবে। রাতে যখনই সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে তখনই সে ফেরেশতা বলে, হে আল্লাহ

---

৫৯. আল -মুসনাদ. হাদীস হা/ নং- ৬৬০৫,৬৩১৭, হাফেয মুনযিরী, হাফেয হায়সামী, আল্লামা সাখাবী এবং শায়খ আহমদ শাকির এ হাদীনকে হাসান বলেছেন। আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/নং ২/৪৯৭, মাযমাউয যাওয়ায়িদ ১০/১৬০।

আপনার এই বান্দাকে ক্ষমা করুন। কেননা, সে পবিত্রাবস্থায় (অযু অবস্থায়) ঘুমিয়েছে।[৬০] হাফেজ ইবনে হাযার আসকালানী বলেন, হাদীসের মান জাইরিদ বা ছহীহ হাদীসের অন্তভুক্ত।[৬১] অন্য বর্ণনায় এসেছে অযু অবস্থায় ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হলেও ফেরেশতা তার জন্য দু'আ করেন। রাসূল (সা.) বলেন,

مَنْ بَابَ طَاهِرًا فِيْ شِعَارِهِ مَلَكٌ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلاَنًا بَاتَ طَاهِرًا.

যে ব্যক্তি পবিত্রাবস্থায় (অযু অবস্থায়) ঘুমায় তার সঙ্গে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকে, সে ঘুম থেকে জাগ্রত হলে ফেরেশতা বলেন, হে আল্লাহ! তোমার অমুক বান্দাকে ক্ষমা করে দাও, কেননা, সে পবিত্রাবস্থায় ঘুমিয়েছে।[৬২] শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন, হাদীসটি সহীহ।[৬৩]

ছালাতের অপেক্ষাকারী মুছল্লীবৃন্দের জন্য

অযু অবস্থায় সালাতের অপেক্ষাকারী মুছল্লীদের প্রতি ফেরেশতা দু'আ করে। হাদীসে এসেছেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে কোন ব্যক্তি যখন অযূ অবস্থায় ছালাতের অপেক্ষায় বসে

---

৬০. হাফিজ মানযিরী, আত-তারগীব ওয়াত তাহরীব (তাহক্বীকঃ শায়খ মুস্তফা মুহাম্মাদ ইমারাহ (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌হ, ১৪০১, প্রথম খণ্ড) পৃঃ ৪০৮-৪০৯।

৬১. হাফিজ ইবনে হাযার আসকালানী, ফাতহুল বারী (সৌদিঃ রিয়াসাতু ইদারাতিল বহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতাহ ওয়াদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ, ১১তম খণ্ড) পৃঃ ১০৯।

৬২. আমীল আলাউদ্দীন ফারিসী, আল ইহসান ফী তাক্বরীবি ছহীহ ইবনে হিব্বান, তাহক্বীকঃ শায়খ মুহাম্মাদ শুয়াইব আরনাউত (বৈরুতঃ মুয়াস্‌সাতুর রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮ হিঃ, তৃতীয় খণ্ড) পৃঃ ৩২৮-২২৯।

৬৩. শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মারিফ, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৯ হিঃ) পৃঃ ৩১৭।

থাকে, তার জন্য ফেরেশতা মণ্ডলী দু'আ করে থাকেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ! তুমি তার উপর কল্যাণ দান কর।[৬৪]

প্রথম কাতারের মুছল্লীবৃন্দের জন্য

প্রথম কাতারের মুছল্লীবৃন্দের জন্য ফেরেশতা দু'আ করে। এ মর্মে বহু হাদীস বিদ্যমান। নিম্নে একটি হাদীস প্রদত্ত হলঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَي الصَّفِّ الأَوَّلِ.

রাসূল (সা) বলতেনঃ প্রথম কাতারের মুছল্লীদের উপর নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করবেন ও ফেরেশতা মণ্ডলী তাদের জন্য দু'আ করবেন।[৬৫] আল্লামা শায়খ শুয়াইব আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৬৬]

সালাতের লাইনের ডান পার্শ্বের মুসুল্লীবৃন্দের জন্য

ফেরেশতা মণ্ডলী কর্তৃক দু'আ পেয়ে সৌভগ্যবান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হলেন, কাতারের ডান পার্শ্বের মুছল্লীবৃন্দ। রাসূল (সা.) বলেন,

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَي مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ.

নিশ্চয় আল্লাহ দয়া করেন ও ফেরেশতামণ্ডলী দু'আ করেন ডান পার্শ্বের দাড়ানো ব্যক্তিদের উপর।[৬৭] হাদীসটি হাসান।[৬৮]

---

৬৪. ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশাইরী, ছহীহ মুসলিম, তাহক্বীকঃ শায়খ মুহাম্মাদ ফুয়াদ আঃ বাকী (সৌদী আরবঃ রিয়াসাতু ইদারাতুল বহুস আল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতাহ, ওয়াদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ, ১৪০০ হিঃ, প্রথম খণ্ড) পৃঃ ৪৬০, হাদীস নং ৬১৯।

৬৫. আল ইহসান ফী তাক্বরীবি সহীহ ইবনি হিব্বান, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩০-৫৩১।

৬৬. শায়খ শুয়াইব আরনাউত, হামিশুল ইহসান ফী তাক্বরীবি সহীহ ইবনি হিব্বান (বৈরুতঃ মুয়াসসাতুর রিসালাহ, ৫মণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮ হিঃ) পৃঃ ৫৩১।

৬৭. আল ইহসান ফী তাক্বরীবি সহীহ ইবনি হিব্বান, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩৩-৫৩৪: ইমাম সুলাইমান বিন আশআশ আস সিজিস্তানী, সুনানু আবী দাউদ আওনুল মানদসহ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১০ হিঃ, দ্বিতীয় খণ্ড) পৃঃ ২৬৩।

৬৮. ফাতহুল বারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৩।

কাতারে পরস্পর মিলিতভাবে দাঁড়ানো মুছল্লীবৃন্দের জন্য

কাতারে পরস্পর মিলিতভাবে দাঁড়ানো মুছল্লীবৃন্দের উপর ফেরেশতাগণ দু'আ করে থাকেন। রাসূল (সা.) বলেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّوجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَي الَّذِيْنَ يُصَلُّوْنَ الصُّفُوْفُ.

নিশ্চয় আল্লাহ দয়া করেন এবং ফেরেশতামণ্ডলী দু'আ করে, যারা পরস্পর একে অপরের সাথে লাইন মিলিয়ে সালাত আদায় করে।৬৯ শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৭০]

এই কারণে সাহাবাগণ জামাতে সালাত আদায়কালীন পরস্পর মিলিত হয়ে দাঁড়ানোতে গুরুত্ব দিতেন। বিশিষ্ট সাহাবী আনাস (রা.) বলেন,

وَكَانَ أَحَدُنَا يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

আমাদের সবাই সালাতে একে অপরের কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাতাম।[৭১] রাসূল (সা.) সালাত আরম্ভের পূর্বে মুছল্লীদের দিকে তাকিয়ে বলতেনঃ

أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثَلاَثًا وَاللهِ لَتُقِيْمَنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْلَيُخَالِفَنَّ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ.

তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর তিনবার বলতেন। আল্লাহর শপথ! তোমাদের কাতারকে সোজা কর, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের অন্তরের মাঝে বক্রতা সৃষ্টি করবেন। বর্ণনাকারী কাতার সোজা করার নিয়মাবলী এভাবে বর্ণনা করেন।

فَرَايْتَ الرَّجُلَ يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَةَ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَرَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ.

আমি দেখেছি ব্যক্তি তার নিজের কাধ অপরের কাঁধের সাথে, হাটু অপরের হাটুর সাথে এবং পা অপরের পায়ের সাথে মিলিয়ে দাঁড়াতেন।[৭২]

---

৬৯. আল ইহসান ফী তাক্বরীবি সহীহ ইবনি হিব্বান, ৫ম খণ্ড, পৃঃ৫৩৬।

৭০. শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭২।

৭১. মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল, ছহীহ আল বুখারী ফাতহুল বারীসহ (সৌদি আরবঃ রিয়াসাতু ইদারাতিল বহুর আল ইলমিয়্যাহ ইফতা ওয়াদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ, তাবি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২১১।

৭২. প্রাগুক্ত।

ইমাম এর সূরা ফাতিহা শেষ করার পর আমীন পাঠকারীবৃন্দের জন্য

ইমাম সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ করলে আমীন বলা শরী'আত সম্মত। এ সময় ফেরেশতা মণ্ডলীও আমীন পাঠ করে থাকেন। আমীন পাঠকারী ইমাম ও মুছল্লীদের আমীন ও ফেরেশতাদের আমীন মিলে গেলে গুনাহ মাফ হয়। এ মর্মে রাসূল (সা.) বলেন,

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَالضَّالِّيْنَ ، فَيَقُوْلُوْا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

যখন ইমাম বলবে, غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَالضَّالِّيْنَ তখন তোমরা আমীন বল। কেননা, যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে, তার অতীত জীবনের গোনাহগুলীকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৭৩]

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় ইমাম সূরা ফাতিহা সমাপ্ত করার পর ফেরেশতা সমবেতারা মুছল্লীদের জন্য আমীন বলে আল্লাহর সমীপে সুপারিশ করে থাকেন, যার অর্থ হলোঃ হে আল্লাহ আপনি ইমাম ও মুছল্লীদের সূরা ফাতিহায় বর্ণিত দু'আ সমূহ কবুল করুন। কারণ, আমীন অর্থ হলো আপনি কবুল করুন।[৭৪]

সালাত সমাপ্তীর পর অযুসহ স্ব স্থানে অবস্থানকারী বৃন্দের জন্যে

এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন,

الْمَلاَئِكَةَ تَصَلِّيْ عَلَي أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِيْ مُصَلاَّهُ الَّذِيْ صَلَّي فِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ اللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَاللَّهُمَّ أَرْحَمَ أَرْحَمَهُ.

তোমাদের মধ্যে যারা সালাতের পর স্বস্থানে বসে থাকে, তাদের জন্য ফেরেশতা দু'আ করতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত তার অযু ভঙ্গ না হবে, (দু'আটি হল এইঃ) হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং হে

---

৭৩. মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈ, আল জামি, হা/৭৮২।

৭৪. ইবনু হাযার আসকালানী, ফাতহুল বারী, ২য়ও, পৃঃ ২৬২।

আল্লাহ! আপনি তাদের উপর দয়া করুন।৭৫ শায়খ আহমদ শাকির হাদীসটি সহীহ বলেছেন।[৭৬]

জামাতের সাথে ফজর ও আসর সালাত আদায়কারীর জন্য

ফেরেশতাদের দু'আ পেয়ে সৌভাগ্যবানদের মধ্যে অন্যতম ঐ সকল লোক যারা ফজর ও আসরের ছালাত জামাতের সাথে আদায় করে। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِذَا عَرَجَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُولُونَ جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَجِئْنَاكَ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَإِذَا عَرَجَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ قَالُوا جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَجِئْنَاكَ وَهُمْ يُصَلُّونَ.

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, রাতের ও দিনের ফেরেশতারা ফজর ও আসর ছালাতে একত্রিত হয়। ফজর ছালাতে রাতের ফেরেশতারা উপরে উঠে যায়, এবং দিনের ফেরেশতারা মানুষের নিকট থেকে যায় এবং আসর ছালাতে একত্রিত হয়ে দিনের ফেরেশতারা চলে যায় এবং রাতের ফেরেশতারা থেকে যায়। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কোন অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? ফেরেশতারা উত্তরে বলেন, আমরা যখন তাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম, তখন তাদেরকে ছালাতরত অবস্থায় পেয়েছিলাম এবং যখন আমরা তাদের ছেড়ে এসেছি তখনও তাদেরকে ছালাতের অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। অতঃপব আপনি তাদেরকে কিয়ামত

---

৭৫. ইমাম আহমদ, আল মুসনাদ (বৈরুতঃ মুয়াস্সাতুর রিসালাহ, ১৬তম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৪১৭ হিঃ) পৃঃ ৩২।

৭৬. শায়খ আহমদ মুহাম্মাদ শাকির, হামিশুল মুসনাদ (মিসরঃ দারুল মারিফ, ১৬তম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ ১৩৬৮ হিঃ) পৃঃ ৩২।

দিবসে ক্ষমা করুন।[৭৭] হাদীসটি সহীহ।[৭৮] শায়খ আহমদ বিন আব্দুর রহমান আল-বান্না ফেরেশতাদের দু'আ فاغفر لهم يوم الدين এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ এমন ব্যাক্তির জন্য ফেরেশতারা কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।[৭৯]

আল-কুরআন খতমকারীর জন্য

যে সকল লোকের জন্য ফেরেশতারা দু'আ করে থাকে তাদের মধ্যে রয়েছে আল-কুরআন খতমকারী গন। ইমাম দামিরী (রহ.) সা'আদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ

إذ وافق ختم القرآن أول ليلة صلت عليه الملائكة حتي يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتي يمسي، فربما بقي علي أحدنا شيء فيؤخره حتي يمسي أو يصبح.

কুরআন খতম যদি রাত্রির প্রথম ভাগে হয় তবে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা খতমকারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে আর রাত্রির শেষ ভাগে হলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। অনেক সময় আমাদের মাঝে অল্প কিছু বাকি থাকত তা আমরা সকাল বা সন্ধা পর্যন্ত বিলম্ব করতাম।[৮০] হাদীসটি যঈফ। কিন্তু একাধিক সানাদে বর্ণিত হওয়ায় মুহাদ্দিসগন হাসান বলেছেন।বিশিষ্ট তাবেয়ী আবদাহ বলেন,

---

৭৭. আল মুসনাদ হা/ নং-৯৪১০, ১৭/১৫৪, সহীহ ইবনে খুযায়মা হা/ নং-৩২২, ১/১৬৫, আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান , হা/ নং-২০৬১, ৫/৪০৯-৪০১০।

৭৮. শায়খ আহমদ মুহাম্মাদ শাকির, হামিশুল মুসনাদ, ১৭ খন্ড, পৃঃ ১৪৫।

৭৯.শায়খ আহমদ বিন আব্দুর রহমান আল বান্না, বুলুগুল আমানী মিন আসরারিল ফাতহির রব্বানী (দারুস সিহাবিল কাহিরা, দ্বিতীয় খন্ড তাবি) পৃঃ ২৬০-২৬১।

৮০. ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান দামিরী, (পাকিস্তানঃ হাদীস একাডেমী, দ্বিতীয় খন্ড, ১৪০৪ হিঃ) পৃঃ ৩৩৭; হা/ নং- ৩৪৮৯। হাদীসটি হাসান।

إِذَا خَتَمَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ بِنَهَارٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى يُمْسِىَ ، وَإِنْ فَرَغَ مِنْهُ لَيْلاً صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ.

যখন কোন ব্যক্তি দিনের বেলায় কুরআন খতম করে, ফেরেশতারা সন্ধা পর্যন্ত তার জন্য দু'আ করেতে থাকে এবং যদি রাত্রে খতম করে তবে ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। হুসাইন সিলীম আসাদ বলেন, এটি ছহীহ।[৮১]

মুসলিম ভাইয়ের কল্যাণের জন্য দু'আকারীদের জন্য

এ প্রসঙ্গে ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীস সংকলন করেছেন। নিচে তা উল্লেখ করা হল:

عَنْ صَفْوَانَ – وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ – وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَّرْدَاءُ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَأَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِى مَنْزِلِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَتْ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَإِنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– كَانَ يَقُولُ « دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ ».

সাফওয়ান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি আব্দুল্লাহ বিন সাফওয়ানের ছেলে ও দারদার স্বামী ছিলেনঃ তিনি বলেন, আমি শামে গেলাম। তারপর আমি আবু দারদার ঘরে উপস্থিত হলাম; কিন্তু আমি তাকে ঘরে পেলাম না, উম্মুদ দারদা (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো, তিনি বললেন, এ বছর তোমার কি হাজ্জ করার ইচ্ছা আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, । তিনি বললেন, আমাদের মঙ্গলের জন্য দু'আ করবেন। কেননা, নাবী (সা.) এরশাদ করেছেনঃ কোন মুসলিম তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দু'আ করলে তা কবুল করা হয় এবং তার মাথার কাছে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকেন, যখনই সে ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য মঙ্গলের দু'আ করে তখন সে নিযুক্ত

৮১. সুনানি দামিরী, হা/৩৪৭৫।

ফেরেশতা বলে, আমীন অর্থাৎ হে আল্লাহ কবুল করুন এবং তোমার জন্য অনুরূপ। (অর্থাৎ তোমার ভাইয়ের জন্য যা চাইলে, আল্লাহ তোমাকেও তাই দান করুন)।[৮২]

ফেরেশতাদের দু'আ পাওয়ার প্রত্যাশায় অতীত যামানার মনীষীগণ অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য দু'আ করাতে অনেক গুরুত্ব দিতেন এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে বর্তমানেও দিচ্ছেন।

কাজী ইয়াজ (রহ.) বলেনঃ সালফে সালেহীনগণ যখন নিজের জন্য দু'আ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন তারা অনুপস্থিত মুসলিম ভাইয়ের জন্য দু'আ করতেন। কেননা, এমন দু'আ কবুল হয়ে যায় এবং ফেরেস্তামন্ডলী দু'আকারীর জন্য ঐ দু'আই করে থাকেন।[৮৩]

হাফেজ যাহাবী (রহ.) উম্মুদ দারদা (রহ,)-এর উদ্বৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আবু দারদা (রা.)-এর তিনশত ষাটজন বন্ধু ছিল, ছালাতে তাদের জন্য দু'আ করতেন। এ সম্পর্কে তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করলে তদুত্তরে তিনি বলেন,

أفلا أرغب أن تدعولي الملائكة؟

আমি কি চাইব না যে, ফেরেশতারা আমার জন্য দু'আ করুক?৮৪

কুরআন মাজীদ সেই সকল মু'মিনদের প্রশংসা করেছে যারা অতীত মু'মিনদের জন্য দু'আ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ .

যারা তাদের পরে আগমন করেছে, তারা বলে যে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকের ক্ষমা করুন এবং

---

৮২. সহীহ মুসলিম , হা/ নং ৭১০৫: আহমদ, হা/নং ২৮৩২৫।

৮৩. শারহ নববী, ১৭/৪৯।

৮৪. আল্লামা যাহাবী, আলমিল নুলাবা (বৈরুতঃ মুয়াসসাতুর রিসালাহ ২ য় সংস্করণ, ২য় খন্ড, ১৪০২হিঃ) পৃঃ ৩৫১।

ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! আপনি দয়ালু ও পরম করুণাময়।[৮৫]

শায়খ মুহাম্মাদ আল্লান সিদ্দীকি (রহ.) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা অনুপস্থিত মুসলিম ভাইয়ের জন্য দু'আ করার জন্য তাদের প্রশংসা করেছেন।[৮৬]

কল্যাণের পথে ব্যয়কারীদের জন্য

যে লোকদের জন্য ফেরেশতারা দু'আ করেন তাদের অন্তর্ভূক্ত হলেন, ঐ সকল লোক যারা কল্যাণের পথে ব্যয় করে থাকেন। নিম্ন হাদীস সমূহ তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.) বর্ণনা করেন।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – أَنَّ النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন, একজন বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীর সম্পদ বাড়িয়ে দাও, অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! যে দান করেনা তার সম্পদকে বিনাশ করে দাও।[৮৭]

এই হাদীসে নাবী (সা.) তাঁর উম্মাতকে এ সংবাদ প্রদান করেছেন যে, ভাল পথে ব্যয়কারীর জন্য ফেরেশতারা দু'আ করেন, আল্লাহ তাদের খরচকৃত সম্পদের প্রতিদান দান করুন।

আল্লামা আয়নী (রহ.) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ ফেরেশতাদের দু'আর অর্থ হলো, সৎ পথে ব্যয়-করার দরুন যে সম্পদ তোমাদের হাত ছাড়া হলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিনিময় দান করবেন।[৮৮]

---

৮৫. সূরাহ হাশর, আয়াতঃ ১০।

৮৬. শায়খ মুহাম্মাদ, রিয়াসাতু ইদারাতুল বাহুস (সৌদি আরবঃ ৪র্থ খন্ড, তাবি) পৃঃ ৩০৭।

৮৭. বুখারী , হা/নং ১৪৪২, মুসলিম , হা/নং ২৩৮৩।

৮৮. আল্লামা আইনী উমদাতুল কারী (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ৮ম খন্ড, তাবি) পৃঃ ৩০৭।

মোল্লা আলী কারী (রহ.) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ ফেরেশতাদের দু'আয় যে (خلف) শব্দ ব্যাবহৃত হয়েছে এর অর্থ হলো মহাপুরুস্কার।[৮৯]

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) এর হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি চমৎকার কথা বলেছেন, ফেরেশতাদের দু'আয় সৎপথে ব্যয় করার পুরুস্কার নির্দিষ্ট নয় কেননা, এর তাৎপর্য হলোঃ যাতে করে এতে সম্পদ, সাওয়াব ও অন্যান্য জিনিসও শামিল হয়। সৎপথে ব্যায়কারীদের অনেকেই উক্ত সম্পদ ব্যয়ের প্রতিদান পাওয়ার পূর্বেই ইন্তিকাল করেন এবং প্রতিদান নেকীর আকারে পরকালে অবধারিত হয় অথবা উক্ত খরচের বিনিময় বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে যাওয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে।[৯০]

ইমাম আহমদ বিন হাম্মাল, ইমাম ইবনু হিব্বান ও ইমাম হাকিম (রহ.) বর্ণনা করেছেন।

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلاَّ بُعِثَ بِجَنَبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ أَهْلَ الأَرْضِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى وَلاَ آبَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلاَّ بُعِثَ بِجَنَبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ أَهْلَ الأَرْضِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً وَأَعْطِ مُمْسِكاً مَالاً تَلَفاً »

আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, প্রতি দিন সূর্য উদয়ের সময় তার দুই পার্শ্বে দুই ফেরেশতাকে প্রেরণ করা হয়, তারা বলতে থাকে, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের রবের দিকে অগ্রসর হও। পরিতৃপ্তকারী অল্প সম্পদ, উদাসীনকারীর অধিক সম্পদ হতে উত্তম। তাদের কথা মানুষ ও জীন ব্যতীত সবাই শুনতে পায়। অনুরূপ সূর্য ডুবার সময় তার পার্শ্বে দুই ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়, তারা বলতে থাকে, হে আল্লাহ! দানকারীর সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও এবং

---

৮৯. মোল্লা আলী কারী, মিরকাতুল মাফাতিহ (মক্কাঃ আল মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ, ৪র্থ খন্ড, তাবি) পৃঃ ৩৬৬।

৯০. ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী (সৌদি আরবঃ রিয়াসাতু ইদারাত, ৩য় খন্ড, তাবি) পৃঃ ২০৫।

যারা দান করে না তাদের সম্পদকে ধ্বংস করে দাও। তাদের কথা মানুষ ও জীন ব্যতীত সবাই শুনতে পায়।[৯১]

ইমাম আহমদ ও ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) এভাবে সংকলন করেছেন।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنَّ مَلَكـاً بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَقُولُ مَنْ يُقْرِضِ الْيَوْمَ يُجْزَى غَداً وَمَلَكاً بِبَـابٍ آخَرَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعْطِ لِمُنْفِقٍ خَلَفاً وَعَجِّلْ لِمُمْسِكٍ تَلَفاً »

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জান্নাতে দরজার পার্শ্বে ফেরেশতা বলেনঃ যে ব্যক্তি আজ ঋণ (আল্লাহর রাস্তায় দান করবে) দিবে, তার প্রতিদান পাবে আগামীকাল (কিয়ামত দিবসে)। আর অন্য দরজায় এক ফেরেশতা দাঁড়িয়ে বলেনঃ হে আল্লাহ! দানকারীর সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও এবং যারা দান করে না তাদের সম্পদকে ধ্বংস করে দাও।[৯২]

সাহরী ভক্ষণকারীদের জন্য

ফেরেশতাদের দু'আপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবানদের মধ্যে হলো ঐ সকল ব্যক্তি যারা সিয়াম রাখার নিয়্যাতে সাহরী খায়। এর প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে একটি হাদীস উল্লেখ করা হলোঃ

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– « السُّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلاَ تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ ».

---

৯১. আল মুসনাদ ৫/১৯৭, আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনে হিব্বান হা/৩৩২৯, ৮/১২১-১২২, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন ২/৪৪৫, ইমাম হাকিম এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন, শায়খ আলবানীও এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। সহীহ হাদীস সিরিজ হা/৪৪৪ ও সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৪৫৬।

৯২. আল মুসনাদ ২/৩০৫-৩০৬, আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৩৩৩, ৮/১২৪। সানাদ ছহীহ।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, সাহরী খাওয়াতে বারাকাত (বরকত) রয়েছে, সাহরী কখনো ছাড়বে না যদিও এক ঢোক পানি পান করেও হয়। কেননা, নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা সাহরী গ্রহণকারীদের উপর দয়া করেন এবং তাদের জন্য ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে।[৯৩]

রোগী পরিদর্শনকারীর জন্য ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনা

ফেরেশতাদের দু'আ পেয়ে সৌভাগ্যবানদের বিশেষ ব্যক্তিরা হলো, ঐ সকল লোক যারা তার কোন মুসলিম রোগী ভাইকে দেখতে যান। এ মর্মে দলীল হলোঃ

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ عَادَ أَخَاهُ إِلَّا ابْتَعَثَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْه مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتَّى يُمْسِيَ وَمِنْ أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتَّى يُصْبِحَ

আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছিঃ যে কোন মুসলিম তার অপর মুসলমান রোগী ভাইকে দেখতে যায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করেন, তারা দিনের যে সময় সে দেখতে যায় সে সময় থেকে দিনের শেষ পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং সে রাতের যে সময় দেখতে যায় সে সময় থেকে রাতের শেষ পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।[৯৪] শায়খ আলবানী (রাহ:) হাদীসটি ছহীহ বলেছেন।৯৫ অন্য একটি বর্ণনাতে রোগীদের পরিদর্শনকারীর জন্য ফেরেশতাদের দরূদ এর অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে, এবং এও বলা হয়েছে যে, তাদের জন্য জান্নাতে একটি বাগান তৈরী করা হয়। হাদীসে এসেছে,

---

৯৩. আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনু হিব্বান হা/নং ৩৪৬৭, ৮/২৪৬, শায়খ আলবানীও এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৫১৯।

৯৪. আল মুসনাদ হা/নং ৮১৫, আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনু হিব্বান, হা/নং, ২৯৫৮, ৭/২২৪-২২৫, শায়খ আহমদ শাকের হাদীসটির সনদকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

৯৫. ছহীহুল জামি, হানং ৫৬৮৭।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَعُودُ مَرِيضًا مُمْسِيًا إِلاَّ خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ أَتَاهُ مُصْبِحًا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُمْسِىَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِى الْجَنَّةِ.

আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা কোন রোগীকে দেখতে গেল তার সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা যায় এবং তারা সবাই সন্ধা পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান নির্ধারণ করা হয়। আর যে ব্যক্তি সন্ধায় কোন রোগীকে দেখতে গেল, তার সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা যায় এবং তারা সবাই সকাল পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান নির্ধারণ করা হয়।[৯৬]

রোগী দেখতে যাওয়ার সওয়াব সম্পর্কে রাসূল (সা.) তার উম্মাতের জন্য অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা হতে কয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِى الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রোগী দেখতে গেল, সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাহমতে আচ্ছন্ন থাকল এবং যখন সে রোগীর কাছে বসে তখন সে রাহমতের ভিতরে ডুবে থাকে।[৯৭] শায়খ আলবানী হাদীসটির অধিক শাহেদের জন্য সহীহ বলেছেন।[৯৮]মোল্লা আলী কারী এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন, لم يزل يخوض الرحمة

---

৯৬. আল মুসনাদ হা ৯২৮, শায়খ আহমদ শাকির এ হাদীসের সনদকে সহীহ বলেছেন,আল-বানী ও ছহীহ বলেছেন। আবু দাউদ, হা/নং ৩১০০।

৯৭. আল- মুসনাদ হ/নং, ১৪৬৩১, ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/নং ২৯৫৬।

৯৮. সিলসিলাহ ছহীহা, হা/নং ১৯২৯।

রোগী দেখার নিয়্যাত নিজ বাড়ী থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহর রাহমতে প্রবেশ করে থাকে।

فإذا جلس اغتمس যখন সে রোগীর কাছে বসে, তখন সে আল্লাহর রাহমতে ডুবে যায়।[৯৯] রোগী দর্শনের জন্য যাওয়ার সময়ই শুধু রহমতে আচ্ছন্ন হয় না বরং বাড়ীতে ফেরার সময়ও তাকে আল্লাহ রহমত দ্বারা আচ্ছন্ন করেন। উপরোল্লেখিত হাদীসের শব্দঃ

لم يزل يخوض الرحمة حتى يرجع

বাড়ী ফেরা পর্যন্ত আল্লাহর রাহমতে প্রবেশ করে তা প্রমাণ করে। পক্ষান্তরে রোগীর দেখাশুনা না করলে শাস্তি পেতে হবে। এ মর্মে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! আমি রোগে আক্রান্ত ছিলাম, তুমি আমার দর্শন-সেবা করোনি। সে বলবে, হে আমার রব! আপনি সারা বিশ্বের রব, আমি আপনার কেমনে সেবা করব? তিনি বললেন, তুমি কি জাননা, আমার অমুক বান্দাহ রোগাক্রান্ত ছিল? তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে সেখানেই আমাকে পেতে।[১০০]

ইমাম নববী (রহ.) আল্লাহ তা'আলার এরশাদঃ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ সেখানে আমার সওয়াব ও সম্মান পেতে।১০১

---

৯৯. মিরকাতুল মাফাতিহ ৪/৫২।

১০০. মুসলিম বিন হাজ্জাজ আবুল হুসাইন আলকুশাইরী আন নিশাপুরী (২০৪-২৬১ হিঃ: ৮২০-৮৭৫ খৃ.), সহীহ মুসলিম, অনু- মাকতাবাতুশ শামিলা, ১২ তম খন্ড, পৃঃ ৪৪০, হা/নং ৪৬৬১।

১০১. সহীহ মুসলিম, হা/নং ৪৬৬১, শারহ নববী ১৬/১২৬।

আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রা.) আল্লাহ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় বলেনঃ সেখানে আমার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে।[১০২]

রোগী ও মৃত ব্যক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে মন্তব্যের উপর ফেরেশতাদের আমীন বলা

যে কথাগুলি কবুল হওয়ার জন্য ফেরেশতারা দু'আ করে থাকে এরমধ্যে রোগী ও মৃত ব্যক্তির নিকট পক্ষে ও বিপক্ষে যা বলা হয়। নিম্ন হাদীসটি এর উজ্জল প্রমাণ।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ

উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমরা যখন কোন রোগী বা মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হবে, তখন ভাল দু'আ করবে, কেননা, ফেরেশতারা তা বকুল হওয়ার জন্য আমীন বলে থাকেন।[১০৩]

হাদীসে উল্লেখিত الميت শব্দের দু'টি অর্থ হতে পারেঃ (ক) মুমূর্ষ ব্যক্তি (খ) মৃত ব্যক্তি।

যদি প্রথম অর্থ মেনে নেয়া হয়, তবে হাদীসের শব্দ المريض أو الميت এর মাঝে أو অব্যায়টিতে বর্ণনাকারী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, হাদীসে المريض রোগী অথবা الميت মৃত ব্যক্তি। যার অর্থ দাঁড়ায় মুমূর্ষ ব্যক্তি।

যদি দ্বিতীয় অর্থ নেয়া হয়ঃ তবে المريض أو الميت এর অর্থ দাঁড়ায় তোমরা যখন রোগীর নিকটে যাও বা মৃত ব্যক্তির নিকটে যাও উভয় স্থানেই গুরত্ব অবলম্বন করে ভাল উক্তি করো।

---

১০২. মিরকাতুল মাফাতিহ ৪/১০।

১০৩. ইবনু মাযাহ, হা/নং ১৫১৪, আলবানী ছহীহ বলেছেন।

রোগীর নিকটে গেলে আল্লাহ তা'আলার সমীপে তার জন্য রোগ মুক্তির দু'আ করো এবং মৃত ব্যক্তির নিকট গেলে তার ক্ষমা জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করবে। অনুরূপ যে জায়গায় যাও নিজের জন্য ভাল কথাই বলবে।১০৪

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, এই হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে যে, এ ধরণের স্থানে যেন উত্তম কথা বলা হয়। আল্লাহ তা'আলার নিকট রোগী বা মৃত্যর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় এবং তার প্রতি যেন মেহেরবানী, সহজ ও নরম ব্যবহার করা হয়। এ উদ্দেশ্যে দু'আ করা হয়ও তা কবুল হওয়ার জন্য ফেরেশতারা আমীন বলে থাকে।[১০৫]

যেহেতু এ হাদীসে রোগী ও মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে ভাল উক্তিকারীর উক্তিকে কবুল হওয়ার জন্য আমীন বলার সুসংবাদ রয়েছে। অতএব, এমন স্থানে খারাপ উক্তি প্রকাশ ব্যাপারেও বিপদের আশঙ্খা রয়েছে। কেননা, তাও কবূল হওয়ার জন্য ফেরেশতারা আমীন বলে থাকে। উল্লেখ্য জানাযার সময় ইমাম কর্তৃক বলা ইনি কি ভাল ছিলেন? আপনারা বলুন: হ্যা তিনি ভাল ছিলেন। এরকম বলা নিশ্চিত বিদআত।

সৎকাজের শিক্ষা প্রদানকারীর জন্য

ফেরেশতাদের দু'আ পেয়ে সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন তারাও, যারা মানুষকে ভাল কথা শিক্ষা দিয়ে থাকে। এরশাদ হচ্ছে,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ

আবু উমাম বাহেলী (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা.)-এর সামনে দু'ই ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হলোঃ যাদের একজন আলেম, অপরজন আবেদ (ইবাদতকারী)। রাসূল (সা.) বলেন, "আবেদের তুলনায় আলেমের মর্যাদা হলোঃ যেমন তোমাদের সর্বনিম্ন লোকের তুলনায় আমার মর্যাদা।"১০৬ তারপর রাসূল (সা.) বললেন,

---

১০৪. মিরকাতুল মাফাতিহ ৪/৮৪।

১০৫. শারহ নববী ৬/২২২।

১০৬. জামে তিরমিযী, হা/নং ২৬০৯. শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সুনানু তিরমিযী ২/৩৪৩।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ

নিশ্চয় মানুষকে ভাল কথা প্রদানকারীর প্রতি আল্লাহ তা'আলা দয়া করে থাকেন এবং ফেরেশতারা, আসমান ও জমীনের অধিবাসীরা এমন কি গর্তের পিপিলিকা ও পানির মৎসও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে।১০৭

হাদীসে মানুষকে উত্তম কথা শিক্ষা দেওয়ার অর্থ সম্পর্কে মোল্লা আলী কারী (রা.) বর্ণনা করেছেনঃ শিক্ষা বলতে এমন শিক্ষা যার সাথে মানুষের মুক্তি জড়িত। রাসূল (সা.) প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য ক্ষমার উল্লেখ করেননি; বরং

مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ

অর্থাৎ মানুষের উত্তম শিক্ষা দাতার কথা বলেছেন। যেন তার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উক্ত ক্ষমার উপযুক্ত ঐ শিক্ষক যিনি মানুষকে কল্যাণের পথে পৌঁছার জন্য ইলম শিক্ষা প্রদান করে থাকেন।[১০৮]

মু'মিন ও মু'মিনদের আত্মীয় ও তাওবাকারীদের জন্য

কিছু এমন সৌভাগ্যবান লোক আছে, যাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার আরশ বহনকারী ও তাদের পার্শ্ববর্তী সম্মানিত ফেরেশতারা দু'আ করে থাকে। এই মহা সত্যের বর্ণনা নিম্নের আয়াতগুলিতে রয়েছেঃ

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ، رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

---

১০৭. প্রাগুক্ত।

১০৮. মিরকাতুল মাফাতীহ ১/৪৭৩।

"যারা আরশ বহনে রত এবং যারা তার চতুষ্পার্শে ঘিরে আছে, তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের রব! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব, যারা তাওবা করে এবং তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। হে আমাদের রব! তুমি তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকে। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় এবং তুমি তাদেরকে শাস্তি হতে রক্ষা কর। সেদিন তুমি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবে, তাকে তো অনুগ্রহই করবে; এটাই তো মহা সাফল্য।"[১০৯]

শেষ কথা :

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের সমনে স্পষ্ট হয়েছে যে, সব মানুষের কল্যাণের জন্য মালাকগণ দুআ করে না। বরং বিশেষ গুণ সম্পন্ন মানুষের প্রতি এ দু'আ করে থাকে। আর মূলত: এ কল্যাণের দু'আ আল্লাহই মালাকদেরকে করতে বলেন। কেননা, মালাকগণ তো নিজে কিছু করতে পারে না। সুবহান্নাল্লাহ! মালাকগণ মানুষের জন্য দু'আ করবে এটা কত বড় সুভাগ্যবান বিষয়। অথচ অনেক মানুষ আজ এ কাজ গুলো করছে না। তারা মাজারে ও মৃত্যু অলীর নিকট দু'আর জন্য আবেদন করছে। নাউযুবিল্লাহ।

আসুন ! আপনি যদি মালাকদের আর্শিবাদ ও কল্যাণের দু'আ নিয়ে নিজেকে ধন্য করতে চান। তাহলে উপরোক্ত কাজগুলো আমল করুন। মালাকগণ সর্বদা নজরদারিতে আছে । যখন কোন নারী - পুরুষ উক্ত আমল সমূহ করবে তখনই তার উপর মালাকগন দু'আ শুরু করবেন। আল্লাহ আমাদেরকে মালাকদের দু'আ নেওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে কবুল করুন। আমিন

---

১০৯. সূরাহ মু'মিনুন (২৩), আয়াত: ৭-৯ ।

৪র্থ পর্ব

পাপীদের প্রতি অভিশাপ প্রদানে মালাকদের নজরদারী

সারকথা

কিছু হতভাগ্য পাপী রয়েছে তাদের প্রতি ফেরেশতামন্ডলী অভিশাপ প্রদান করে থাকে। এরা কারা। এদের সমীক্ষা আমরা এ পর্বে অনুসন্ধান করব ইনশাআল্লাহ । পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী এ দুর্ভাগ্য মানব মন্ডলী হলো নিম্নরূপ:

*** সাহাবাদের ব্যাপারে খারাপ মন্তব্যকারী**

*** মদীনায় বিদ'আতের প্রচলনকারী**

*** মদীনাবাসীর উপর অত্যাচারকারী অথবা তাদেরকে ভয় প্রদর্শনকারী**

*** মুসলিমদের সাথে অঙ্গীকার ও সন্ধি ভঙ্গকারী**

*** সৎ কাজে, দান-খয়রাতে বাঁধা প্রদানকারী**

*** সন্ত্রাসী**

*** ইসলামী আইন প্রয়োগে বাঁধা প্রদানকারী**

*** স্বামীর বিছানা হতে দূরে অবস্থানকারী মহিলা**

*** যারা ন্যায় বিচার করে না**

*** কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী**

*** কুফরী মতবাদের অনুসারী**

আসুন আমরা দলীল ভিত্তিক জেনে নেই। কেন তাদের উপর উপর মালাকগণ অভিশাপ প্রদান করে থাকে।

সাহাবাদের ব্যাপারে খারাপ মন্তব্যকারীদের উপর ফেরেশতাদের অভিশাপঃ

নবী (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- « لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ »

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমারা আমার সাহাবাদেরকে গালি দিও না। তোমরা আমার সাহাবাদেরকে গালি দিও না। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমান স্বর্ণ দান করে, আমার সাহাবাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ পরিমাণ (শস্য) দানের সমান সাওয়াব পাবে না।[১১০]

যে সকল হতভাগাদেরকে ফেরেশতারা অভিশাপ করে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো ঐ সকল লোক যারা সাহাবীদেরকে গালি দেয়। হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه وَالْمَلائِكَةِ , وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার সাহাবাদেরকে গালি দিল তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ।[১১১]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা মানাবী (রা.) বলেন سبهم অর্থ যে তাদেরকে গালি দিল فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه وَالْمَلائِكَةِ , وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. আল্লাহ তা'আলা

---

১১০. সহীহ মুসলিম, হা/নং ৬৬৫১: সহীহ বুখারী , হা/নং ৩৬৭৩।

১১১. আবুল কাসিম তাবারানী (৮৭৩-৯৭১ খৃঃ) , আল- মুজামুল কাবীর, হা/নং ১২৭০৯, ১২/১১০-১১১, শায়খ আলবানী এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। সহীহ হাদীস সিরিজ , হা/নং ২৩৪০, ৫/৮৮৬-৮৮৭, সহীহ জামেস সাগীর, হা/নং ৬১৬১, ৫/২৯৯: হাফিজ আব্দুল্লহ বিন আবী শাইবা (মৃঃ ২৩৫ হিঃ) , মুছান্নাফ ইবনু আবী শাইবা ফীল আহাদীস ওয়াল আসার (মাকতাবাতুদ দিরাসিয়াতি ওয়াল বহুস ফী দারিল ফিকর, ৭ম খন্ড) পৃঃ ৫৫০ কুনযুলউম্মাল, ১১খন্ড, পৃঃ ৫৩০।

তাদেরকে সৎলোকদের দল থেকে বের করে দেন, এবং সৃষ্টজীব তাদের জন্য বদদু'আ করে থাকে।[১১২]

মদীনায় বিদ'আতের প্রচলনকারীর উপর

যে সমস্ত অধম ব্যক্তিদেরকে ফেরেশতারা অভিশাপ করে থাকেন, তাদের এক প্রকার হলো, যারা মদীনাতে বিদ'আতে লিপ্ত অথবা বিদআতকারীকে আশ্রয় দিবে। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, নাবী (সা.) এরশাদ করেছেন, "মদীনা হলো হারাম। যে ব্যক্তি সেখানে বিদ'আত প্রবর্তন করবে বা বিদআতীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ। কিয়ামতের দিন তার ফরজ, নফল কোন আমলই গ্রহণ করা হবে না।"[১১৩]

মদীনাবাসীর উপর অত্যাচারকারী অথবা তাদেরকে ভয় প্রদর্শনকারীর উপর

যে সমস্ত অধম ব্যক্তিদেরকে ফেরেশতারা অভিশাপ করে থাকেন, তাদের বিশেষ শ্রেণী হলোঃ ঐ সকল লোক যারা নাবী (সা.)-এর শহর মদীনার উপর অত্যাচার করে থাকে এবং মদীনাবাসীদের ভয় প্রদর্শন করে। নিচের হাদীসগুলি তার প্রমাণ।

---

১১২. ফায়যুল কাদীর ৬/১৪৬-১৪৭।

১১৩. সহীহ মুসলিম হা/নং ২৪৩৪, এ বিষয়ে আর হাদীস বর্ণনা করেন ইমাম বুখারী ও মুসলিম, আলী (রা.) ও আনাস বিন মালেক (রা.) হতে সহীহ বুখারী হা/ ১৮৬৭, ১৮৭০, ৪/৮১, ।

عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

সায়েব বিন খাল্লাদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মদীনাবাসীকে ভয় দেখাল, আল্লাহ তা'আলা যেন তাকে ভয় দেখান। আর তার উপর আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতাকূল ও সকল মানুষের অভিশাপ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত দিবসে তার ফরজ ও নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ করবেন না।"[১১৪] আরো হাদীসে এসেছে,

عَنِ جابر بن عبد الله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মদীনাবাসীকে ভয় দেখাবে, তার উপর আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতাকুল ও সকল মানুষের অভিশাপ, তার ফরজ ও নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ করা হবে না।[১১৫] শায়খ শুয়াইব আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[১১৬]

মুসলিমদের সাথে অঙ্গীকার ও সন্ধি ভঙ্গকারীর উপর

ফেরেশতাদের বদদু'আর উপযুক্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত হলো, ঐ সকল লোক যারা মুসলিমদের সাথে সন্ধি ও চুক্তিকে ভঙ্গ করে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

---

১১৪. আল মুসনাদ হা/১৫৯৬৪, কিতাব সুনানুল কুবরা, ৪২৬৫, ১, ২/৪৮৩, আল মুজামুল কাবীর হা/নং ৬৬৩১, ৭/১৪৩, শায়খ শুয়াইব আরনাউত এর সনদকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

১১৫. আল মুসনাদ হা/নং ১৫৯৬২ ১/২ হামিশুল মুসনাদ, ২৩ খন্ড, পৃঃ ১২১।

১১৬. প্রাগুক্ত।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ .

আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, "সকল মুসলিমের সন্ধি ও চুক্তি এক। সবচেয়ে নিচু শ্রেণীর একজন মুসলিম সন্ধি ও চুক্তি করতে পারে। যে ব্যক্তি মুসলিমদের সাথে সন্ধি ও চুক্তিকে ভঙ্গ করবে তার উপর আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতাকুল ও সকল মুসলিমের অভিশাপ। কিয়ামাত দিবসে তার ফরজ, নফল, কোন ইবাদতই গ্রহণ করা হবে না।[১১৭]

আজকের মুসলিমগণ সন্ধি ও অঙ্গিকারকে বানচাল করার জন্য কত রকম বাহানা করে। অনেকে এমনও আছে যারা অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে কারো সাথে লেন-দেন চুক্তি করার পর যদি কোন দিন নিজের স্বার্থের বিপরিত দেখে, তবে তখনই সে চুক্তিকে বানচাল করে দেয় এবং বলে আমাদের এই অংশীদারের চুক্তি করার কোন এখতিয়ারই নেই। কোন পিতা যদি কারো সাথে কোন চুক্তি করে বসে আর ছেলে যদি তা নিজের জন্য সুবিধা মনে না করে তবে ছেলে বলেই ফেলে যে, পিতা বহুদিন পূর্বে কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। দোকান বা ফ্যাক্টরীতে যাওয়া আসা শুধু বরকতের জন্যই, ব্যাবসা-বানিজ্য ও লেন-দেনের সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই।

আর ছেলে যদি কোন চুক্তি করে, এবং তা যদি পিতা বানচাল করতে চায়, তবে সে যুক্তি পেশ করে যে, ব্যবসা তো আমার, এ হলো আমার দিবা-রাত্রি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রমের ফল। ছেলের এই ব্যাবসার ক্ষেত্রে তো মাত্র এক কর্মচারীর ভূমিকা, এধরনের চুক্তি করা তার ইখতিয়ার বহির্ভূত।

নিজেকে যারা বুদ্ধিমান ও পন্ডিত মনে করে এমন লোক যেন আল্লাহ তা'আলার নিম্নের আয়াতের প্রতি খেয়াল করেঃ

---

১১৭. সহীহ বুখারী , হা/নং ২৯৪৩: সহীহ মুসলিম, হা/নং ৪৬৭, ৪৬৮, ৯৯৫-৯৯৯।

يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ-

"তারা আল্লাহ ও ঈমানদারকে ধোকা দেয় প্রকৃত পক্ষে তারা নিজেরাই ধোকাতে পতিত হয়ে থাকে কিন্তু তারা বুঝতে সক্ষম হয় না।[১১৮]

সৎ কাজে, দান-খয়রাতে বাঁধা প্রদানকারীর উপর

যে সমস্ত হতভাগাদের উপর ফেরেশতারা বদদু'আ করে থাকে তারা হলো ঐ সকল লোক যারা স্বীয় সম্পদ সৎ পথে ব্যয় করে না। বিভিন্ন হাদীসে নাবী (সা.) তার উম্মাতকে এ ব্যাপারে অবহিত করেছেন। এ বিষয়ে তিনটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করে, একজন বলে, হে আল্লাহ! দানকারীর সম্পদ বাড়িয়ে দাও, অপরজন বলে, হে আল্লাহ! যে দান করে না তার সম্পদকে ধ্বংস করে দাও।[১১৯]

হাফেজ ইবনে হাজার এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, সম্পদ ব্যয় না করার কারণে ধ্বংসের মর্ম হলো, সৎ পথে যে সম্পদ খরচ না করা হয় তাই ধ্বংস হওয়া বা সম্পদশালী নিজেই ধ্বংস হওয়া। আর সম্পদশালীর ধ্বংস হওয়ার অর্থ হলো, তার অন্যান্য বাজে কর্মে এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া যেন সে আর সৎকর্মের দিকে কোন ভ্রুক্ষেপই করতে পারে না।[১২০]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلَّا

১১৮. সূরাহ আল-বাকারাহ (২), আয়াতঃ ৯।

১১৯. বুখারী, হা/নং ১৩৫১; মুসলিম, হা/নং ৫৭ ,৭০০।

১২০. ফাতহুল বারী , তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৩০৫।

الثَّقَلَيْنِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى وَلَا آبَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا مَالًا تَلَفًا

আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন,"প্রত্যেক দিন সূর্য উদয়ের সময় তার দুই পার্শ্বে দুই ফেরেশতাকে প্রেরণ করা হয়, তারা উচ্চ কণ্ঠে বলতে থাকে, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে অগ্রসর হও, পরিতৃপ্তকারী অল্প সম্পদ, উদাসীনকারী অধিক সম্পদ হতে উত্তম। তাদের কথা মানুষ ও জীন ব্যতীত সবাই শুনতে পায় এবং সূর্য ডুবার সময় তারা উভয় পার্শ্বে দুই ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়, তারা বলতে থাকে হে আল্লাহ! দানকরীর সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও এবং যারা দান করে না তাদের সম্পদকে ধ্বংস করে দাও। তাদের কথা মানুষ ও জীন ব্যতীত সবাই শুনতে পায়।[১২১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يَقُولُ مَنْ يُقْرِضْ الْيَوْمَ يُجْزَى غَدًا وَمَلَكًا بِبَابٍ آخَرَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَعَجِّلْ لِمُمْسِكٍ تَلَفًا

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয় একজন ফেরেশতা জান্নাতের এক দরজার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বলে, যে ব্যক্তি আজ ঋণ (আল্লাহর রাস্তায় দান করবে) দিবে, তার প্রতিদান পাবে আগামীকাল (কিয়ামত দিবসে)। আর অন্য দরজায় এক ফেরেশতা দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীর সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও এবং যারা দান করে না তাদের সম্পদকে ধ্বংস করে দাও।[১২২]

---

১২১. মুসনাদু আহমদ, হা/নং ২০৭২৮।

১২২. আল মুসনাদ, হা/নং ৭৭০৯; আল ইহসান ফি তাকরিব সহীহ ইবনি হিব্বান, হা/নং ৩৩৩৩।

তিন প্রকার লোকের উপর জিবরীল (আ.)-এর বদ দু'আ

তিন শ্রেণীর লোক এমন যাদের জন্য জিবরীল (আ.) বদদু'আ করেছেন, ও তার সমর্থনে রাসূল (সা.) আমীন বলেছেন। নিম্নে সেই তিন শ্রেণী বর্ণনা করা হলোঃ

১. যে সকল লোক রমাদ্বান মাসকে পাওয়ার পরেও নিজের গোনাহ ক্ষমা করাতে পারল না।

২. যারা নিজের পিতা-মাতাকে জীবিতাবস্থায় পাওয়ার পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার না করে জাহান্নামে প্রবেশ করল।

৩. যে সকল লোক তাদের সামনে নবী (সা.)-এ নাম উল্লেখ হওয়ার পরও তার উপর দরূদ পড়ে না।

উপরোল্লেখিত তিনটি বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ দুইটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

مالك بن الحويرث قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ، فلما رقي عتبة ، قال : « آمين » ثم رقي عتبة أخرى ، فقال : « آمين » ثم رقي عتبة ثالثة ، فقال : « آمين » ثم ، قال : « أتاني جبريل ، فقال : يا محمد ، من أدرك رمضان فلم يغفر له ، فأبعده الله ، قلت : آمين ، قال : ومن أدرك والديه أو أحدهما ، فدخل النار ، فأبعده الله ، قلت : آمين ، فقال : ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك ، فأبعده الله ، قل : آمين ، فقلت : آمين

মালেক বিন হুয়াইরিস (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "একদা রাসূল (সা.) মিম্বরে উঠেন, যখন প্রথম সিঁড়িতে উঠেন, আমীন বললেন। অতঃপর দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠে বললেন, আমীন। অতঃপর তৃতীয় সিঁড়িতে উঠে বললেন, আমীন। অতঃপর বললেন, আমার নিকট জিবরীল (আ.) এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ (সা.) যে ব্যক্তি রামাদ্বান মাসে উপনীত হওয়ার

পরও তার জীবনের গোনাহকে ক্ষমা করাতে পারল না, আল্লাহ তাকে রাহমত থেকে দূর করুন। আমি তা শুনে আমীন বলেছি।

তারপর বললেনঃ যে ব্যাক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে পেল, অথচ (তাদের সাথে সদ্ব্যহার না করে) জাহান্নামে প্রবেশ করল, আল্লাহ তা'আলা তাকেও তার রাহমত থেকে দূর করুন। আমি তাতেও আমীন বললাম।

অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তির সামনে আপনার নাম উল্লেখ হওয়ার পর আপনার উপর দরূদ পাঠ করল না সেও আল্লাহ তা'আলার রাহমত থেকে দূর হোক। আমি তাতে ও আমীন বললাম।[১২৩]

قَالَ: "إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامَ، عَرَضَ لِي حِينَ ارْتَقَيْتُ دَرَجَةً، فَقَالَ: بَعُدَ، مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبْرِ أَوْ أَحَدَهُمَا لَمْ يُدْخِلاهُ الْجَنَّةَ، قَالَ: قُلْتُ: آمِينَ، وَقَالَ: بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، ثُمَّ قَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ، فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَقُلْتُ: آمِينَ".

কা'ব বিন আজারাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) একদা মিম্বরের দিকে যান, যখন তিনি উঠলেন, প্রথম সিঁড়িতে উঠলেন, বললেন, আমীন। অতঃপর দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠে বললেন, আমীন, অতঃপর তৃতীয় সিঁড়িতে উঠে বললেন, আমীন, তিনি যখন মিম্বর থেকে অবতরণ করে অবসর হলেন, আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার নিকট থেকে আজ এক (নতুন) কথা (আমীন) শুনলাম। তিনি বলেন, তোমরা কি শুনেছ? সাহবাগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বলেনঃ আমি প্রথম সিঁড়িতে উঠার সময় জিবিরীল (আ.) এসে বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা বা তাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাওয়ার পরও (তাদের সাথে সদ্ব্যহার করে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না, সে দূর হোক। যাদের সামনে আপনার নাম উল্লেখ করার পরও দরূদ পাঠ করল না, তাতে আমি

---

১২৩. মুহাম্মাদ বিন হিব্বান বিন আহমদ বিন হিব্বান (মৃঃ ৩৫৪ হিঃ) আস সহীহ, (আল মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩০৮, হা/নং ৪১০, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩০৪, হা/নং ৯০৯। হাদীসটি এ সানাদে যঈফ। একাধিক সুত্র থেকে বর্ণিত হওয়ায় হাসান বা গ্রহনযোগ্য।

আমীন বলেছি এবং তিনি বলেনঃ যারা রামাদ্বান মাসে উপনীত হওয়ার পরও তার জীবনের গোনাহ ক্ষমা করাতে পারল না। সেই আল্লাহর রহমত হতে দূর হোক, তাতেও আমি আমীন বলেছি।[১২৪] হাদীস সহীহ।[১২৫]

উপরোল্লেখিত তিন শ্রেণীর মানুষ এমন বদনসীব যাদের জন্য জিবরীল (আ.) বদদু'আ করেছেন এবং সে দু'আ কবুল হওয়ার জন্য রাসূল (সা.) আমীন বলেছেন। সুতরাং উক্ত বিষয় তিনটির প্রতি সবাইকে সতর্ক থাকা উচিৎ।

সন্ত্রাসীদের উপর

যে সকল লোকদেরকে ফেরেশতারা অভিশাপ করে থাকে তাদের এক শ্রেণী হলো, ঐ সকল লোক যারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালায়। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুল কাসেম নবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দিকে কোন লোহা দিয়ে ইশারা করল তার উপর ফেরেশতা অভিশাপ করে থাকে, যদিও সে তার সহোদর ভাইয়ের দিকে ইশারা করে।[১২৬]

উক্ত হাদীসের মর্ম হলো কোন মানুষের দিকে অস্ত্র দিয়ে ইশারা যেন না করা হয়, তার সাথে দুশমনীর অভিযোগ থাক বা না থাক। অনুরূপ কারো সাথে হাসি-ঠাট্টা করে হোক বা বাস্তবেই হোক। এছাড়াও ফেরেশতাদের অভিশাপ করাই প্রমাণ করে যে ইশারা করা হলো হারাম[১২৭]

নিম্নে হাদীসে নবী (সা.) অনুরূপ ইশারা করা নিষেধের কারণ বর্ণনা করেছেন।

---

১২৪. হাফিজ নুরুদ্দীন হাইশামী, মাজমাউজ যাওয়ায়িদ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল আরবী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০২ হিঃ ১০ খন্ড) পৃঃ ১৬৬।

১২৫. গ্রাগুক্ত।

১২৬. সহীহ মুসলিম, আল মাকতাবাতুশ শামিলা, ১২ খন্ড, পৃঃ ৪২, হা/নং ৪৭৪১।

১২৭. সহীহ মুসলিম, ১৩ খন্ড, পৃঃ ৪৩, হা/নং ৪৭৪২।

عَنْ أَهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيه بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِه فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের দিকে অস্ত্র দিয়ে ইশারা না করে, হতে পারে শয়তান তার হাত থেকে খুলে দিবে, যারা ফলে সে জাহান্নামে অগ্নিকুন্ডে পতিত হবে।[১২৮]

ইসলামী আইন প্রয়োগে বাঁধা প্রদানকারীর উপর

ইসলামী দণ্ডবিধি প্রয়োগে বাঁধা প্রদানকারীর উপর ফেরেশতারা অভিশাপ করে থাকে। হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، قَالَ:"مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ رَمْيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ، بِحَجَرٍ، أَوْ عَصَا، أَوْ سَوْطٍ، فَهُوَ خَطَأٌ، عَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، مَنْ حَالَ دُونَهُ، فَعَلَيْه لَعْنَةُ اللَّه وَغَضَبُهُ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ"

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন,"যে ব্যক্তি অজান্তে হত্যা হলো বা পাথর, চাবুক বা লাঠি নিক্ষেপের কারণে মারা গেল, তবে এর জন্য ভূল করে হত্যার জরিমানা/দিয়্যাত দিতে হবে। কিন্তু যাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করা হবে তাতে দন্ডবিধি প্রয়োগ হবে এবং যে ব্যক্তি এ দণ্ডবিধি প্রয়োগে বাঁধা দান করবে তার উপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাকুল ও সকল মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ তা'আলা তার ফরজ, নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ করবেন না।[১২৯]

---

১২৮. সহীহ মুসলিম, হা/নং ৪৭৪২।

১২৯.নাসাঈ আব্দুর রহমান (২১৫-৩০৩ হিঃ), সুনানু নাসাঈ (আল মাকাতাবাতুশ শামিলা, ১৪ খন্ড) পৃঃ ৪৩৬, হা/নং ৪৭০৮; আব্দুল্লাহ ইবনু মাযাহ (আল মাকাতাবাতুশ শামিলা, ৮ খন্ড) পৃঃ ৭১, হা/নং ২৬২৫; বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা, আল মাকতাবাতুশ শামিলা, পৃঃ ৪৫। হাফেজ ইবনু হাজার

আল্লাহ তা'আলা দয়াপরবশ হয়ে এ জাতীর উপর দন্ডবিধি নির্ধারণ করেছেন। কেননা, এতে রয়েছে মানুষের জীবন (জীবনের নিরাপত্তা) আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ -

"হে বিবেকবান লোক সকল! কিসাসের (ইসলামী দণ্ডবিধি) মধ্যে তোমাদের জীবন রয়েছে।"[১৩০]

স্বামীর আহব্বানে সাড়া না দিয়ে বিছানা হতে দূরে অবস্থানকারী মহিলার উপর ফেরশতাদের অভিশাপ

যে সকল মানুষের উপর ফেরেশতামন্ডলী অভিশাপ করে থাকে তাদের এক দল হলো ঐ সকল মহিলা যারা তাদের স্বামীর আহবান প্রত্যাখ্যান করত: পৃথক বিছানায় রাত্রি যাপন করে। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তন্মেধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ »

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে আপন বিছানায় আহবান করে, অত:পর স্ত্রী যদি তার স্বামীর আহবান প্রত্যাখান করে, তবে তার উপর প্রভাত অবধি ফেরেশতার অভিশাপ করতে থাকে।"[১৩১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – « إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ » .

আসকালানী হাদীসটির সনদ শক্তিশালী সাব্যস্ত করেছেন, বুলুগুল মারাম, ২৪৮ পৃঃ। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন; সহীহ সুনানে আবু দাউদ ৩/৮৬৭।

১৩০. সুরা বাকারাহ (২), আয়াতঃ ১৭৯।

১৩১. সহীহ বুখারী. ৫১৯৩, ৯/২৯৩-২৯৪, সহীহ মুসলিম ২/১০৬০, হাদীসের শব্দগুলী বুখারীর।

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "যখন কোন মহিলা তার স্বামীর বিছানা থেকে পৃথক রাত্রি যাপন করে, সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা ঐ মহিলার উপর অভিশাপ করতে থাকে।"[১৩২]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে যে, حتى ترجع যতক্ষণ তার বিছানায় ফিরে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার উপর অভিশাপ দিতে থাকে[১৩৩]

ইমাম নববী (রহ.) অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, শরয়ী ওযর ব্যতীত কোন মহিলা তার স্বামীর বিছানায় থাকতে অস্বীকার করা হারাম। অত্র হাদীসটি এ কথারই প্রমাণ বহন করে।

মহিলাদের ঋতুবর্তী অবস্থায় ও আপন স্বামীর বিছানায় রাত্রি যাপন করতে অস্বীকার করা শরীয়তের কোন ওযর নয়। কেননা, এ অবস্থায়ও স্ত্রীর পোষাকের উপর দিয়ে তার সাথে জড়াজড়ির অধিকার রয়েছে[১৩৪]

উপরোক্ত হাদীস দু'টিতে অনেক উপকারিতা রয়েছে তন্মোধ্যে নিম্নে দু'টি উল্লেখ করা হলোঃ

১. স্বামীর বিছানা হতে পৃথকভাবে অবস্থানকারী মহিলার উপর ফেরেশতাদের অভিশাপ ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে যতক্ষণ মহিলা উক্ত পাপে অবশিষ্ট থাকে এবং এই গুনাহ ফজর উদয়ের সময় শেষ হয় যখন পুরুষের মহিলার প্রতি চাহিদা শেষ হয়ে যায়। অথবা মহিলার তাওবা করতঃ তার স্বামীর বিছানায় ফেরত আসামাত্রই ফেরেশতাদের অভিশাপ শেষ হয়ে যায়।[১৩৫]

২. ইমাম ইবনে আবী জামরাহ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অত্র হাদীসে নবী (সা.) স্বয়ং মহিলাদেরকে ফেরেশতাদের অভিশাপ হতে ভীতি

---

১৩২. সহীহ বুখারী, হা/নং ৯১৯৪।

১৩৩. সহীহ বুখারী, ৯/২৯৪ ও সহীহ মুসলিম, ২/১০৬০।

১৩৪. শারহ নববী, ১০/৭-৮।

১৩৫. শারহ নববী, ১০/৮।

প্রদর্শনে বুঝা যায় যে, ফেরেশতাদের ভাল মন্দ সকল দু'আই আল্লাহর দরবারে কবুল হয়।[১৩৬]

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إثنان لاتجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد أبق من مواليه حتي يرجع إليهم، وامرة عصت زوجها حتي ترجع إليه-

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "দু'ই প্রকারের লোক যাদের ছলাত তাদের মাথা (থেকে উপরে) অতিক্রম করেনা।" ১. পলাতক গোলাম যতক্ষণ না তার মালিকের কাছে ফিরে আসে। ২. স্বামীর অবাধ্য মহিলা যতক্ষণ সে তার স্বামীর কাছে ফিরে না আসে।[১৩৭]

এই হাদীস হতে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, পলাতক দাস থাকা অবস্থায় এবং মহিলা তার স্বামীর অবাধ্য থাকা অবস্থায় তাদের নামায আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না।

অন্য আরেকটি হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, উপরোক্ত দুই প্রকার লোকসহ নেশাগ্রস্থ লোকের কোন সৎ আমল গৃহীত হয় না।

عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث لا تقبل لهم صلاة ولا يرفع لهم إلى السماء عمل : العبد الآبق (1) من مواليه حتى يرجع فيضع يده في أيديهم ، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى ، والسكران حتى يصحو »

যাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "তিন প্রকার লোকের ছলাত কবুল হয় না এবং না তাদের কোন সৎ আমল আল্লাহর দিকে উঠে। ১. নেশাগ্রস্থ ব্যক্তি যতক্ষণ না তার জ্ঞান ফিরে আসে। ২. এমন মহিলা যার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট। ৩. পলাতক

---

১৩৬. ফাতহুল বারী, ৯/২৯৪।

১৩৭. মাযমাউজ যাওয়ায়িদ, ৪/৩১৩। হাদীসটি ছহীহ। সিলসিলাহ ১/৫১৭।

দাস যতক্ষণ সে ফিরে না এসে তার মালিকের হাতে হাত মিলায়। (অর্থাৎ মালিকের কাছে নিজেকে সোপর্দ না করে)।"[১৩৮]

কুরাইশ ও অন্যান্য নেতৃবর্গের উপর

যে সকল বদনসীব ও বঞ্চিতদের উপর ফেরেশতারা অভিশাপ করে থাকে তাদের মধ্যে হলো ঐ সকল কুরাইশ বংশীয় নেতৃবৃন্দ যারা নাগরিকের অধিকার আদায় করেনা। নিম্নে রাসূল (সা.)-এর হাদীস সমূহ হতে উদ্বৃত হলোঃ

الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقًّا مِثْلَ ذَلِكَ مَا إِنْ اسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا وَإِنْ عَاهَدُوا وَفَوْا وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

রাসূল (সা.) বলেছেন, নেতা হবে কুরাইশদের মধ্যে হতে। নিঃসন্দেহে তোমাদের উপর আমার অধিকার রয়েছে এবং তাদের উপরও তোমাদের রয়েছে তেমনি অধিকার। যখনই তাদের কাছে অনুগ্রহ চাওয়া হবে, অনুগ্রহ করবে। অঙ্গীকার হলে পূরণ করতে হবে। বিচার ফায়সালা করলে ইনসাফ করতে হবে। যে ব্যক্তি এরূপ করবে না তার উপর আল্লাহ, সমস্ত ফেরেশতা মন্ডলী ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ।"[১৩৯]

قَالَ الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا وَإِذَا عَاهَدُوا وَفَوْا وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

তিনি নবী (সা.)বলেন,"নেতা হবে কুরাইশদের মধ্য হতে, যখন অনুগ্রহ কামনা করা হবে তখন যেন তারা অনুগ্রহ করে। অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করবে। বিচার কার্য সম্পাদনে ইনসাফ বজায় রাখবে। তাদের মধ্য

---

১৩৮. বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৮৯; কানযুল উম্মাল, ১৬ খন্ড, পৃঃ ৩৩, হা/নং ৪৩৮১৪: বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান, ১২ খন্ড, পৃঃ ৭১, হা/নং ৫৩৪৮. সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/নং ৫৪৪৫। মাযমাউজ যাওয়ায়িদ ৫৩৪৮, বর্ণনাকারীগণ নির্ভযোগ্য।

১৩৯. মাযমাউজ যাওয়ায়িদ হা/ ১১৮৫৯ . হাইসামী বর্ণনা করেনঃ হাদীসটিকে আহমদ, আবু ইয়ালা, তাবারাণী ও বায্যার বর্ণনা করেন, তবে বায্যারের বর্ণনায় কিছু পার্থক্য রয়েছে, আর আহমাদের হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

হতে যে এরূপ করবে না, আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতামন্ডলী ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ তার উপর বর্ষিত হবে।১৪০

উপরোক্ত দু'টি হাদীস দ্বারা যা বুঝা যায় তন্মধ্যে দু'টি কথা উল্লেখ করা হলোঃ

১. কুরাইশ হতে খেলাফতের অধিকারী হওয়ার জন্য তিনটি গুণাবলী বিদ্যমান থাকা জরুরীঃ

(ক) মানুষের প্রতি অনুগ্রহ ও সহমর্মিতা প্রদর্শন। (খ) মানুষের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা। (গ) রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম ন্যায় ও ইনসাফের সাথে পরিচালনা।

২. উপরোক্ত তিনটি গুণাবলী হতে বিমুখ হওয়ার প্রেক্ষিতে কুরাইশ সম্প্রদায় আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা মন্ডলী ও সমস্ত মানুষের অভিশাপের যোগ্য হবে।

অতএব, যদি কুরাইশদের মহা সম্মান থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী বিদ্যমান না থাকলে তাদেরকে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়, তবে উপরোক্ত গুণাবলী শূন্য কুরাইশ ব্যতীত অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিরা উক্ত আযাব থেকে কিভাবে নিস্কৃতি পেতে পারে।

হে আল্লাহ! ইসলামী উম্মাহর সকল রাষ্ট্রনায়ককে উপরোক্ত তিনটি গুণাবলীতে গুণান্বিত করুন এবং তাদেরকে আপনার, ফেরেশতামন্ডলী ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ হতে নিস্কৃতি দান করুন।

কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীদের উপর

যে সকল হতভাগ্য ব্যক্তির উপর ফেরেশতারা অভিশাপ করে, তাদের এক প্রকার হচ্ছে ঐ সব লোক, যারা কুফরী মতবাদ গ্রহণ করে সে অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথারই সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ

১৪০. আল মুসনাদ হা/নং২০৩০৮, হাইসামী হাদীসটির বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে নির্ভযোগ্য প্রমাণ করেছেন। মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৫/১৯৩।

"নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা মন্ডলী, সমগ্র মানবতার অভিশাপ। তারা উক্ত অবস্থায়ই জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান করবে। কখনো তাদের আযাব হ্রাস করা হবে না এবং নিস্কৃতিও দেয়া হবে না।"[১৪১]

হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যারা কুফরী করেছে এবং সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের সম্মন্ধে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন, নিশ্চয় আল্লাহ, ফেরেশতামন্ডলী ও সমগ্র মানবতার অভিশাপ তাদের উপর।

এ আযাব কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং এ অবস্থাতেই তারা জাহান্নামে নিপতিত হবে। তাদের এই যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি কখনো হ্রাস করা হবে না এবং তাদেরকে এ থেকে কখনো অব্যাহতিও দেয়া হবে না বরং স্থায়ীভাবে এই শাস্তি অনন্তকাল অব্যাহত থাকবে। আমরা এরূপ কঠিন শাস্তি হতে আল্লাহ তা'আলার কাছে পরিত্রাণ চাই।[১৪২]

১. আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের অভিশপ্ত ও শাস্তির যোগ্য হওয়ার জন্য কুফরী অবস্থায় মৃত্যুকে শর্ত করেছেন।

হাফেজ ইবনে জাওযী (রহ.) উক্ত শর্তারোপের অন্তর্নিহিত কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, মৃত্যু অবস্থায় কুফরীর শর্ত এ জন্যই আরোপ করা হয়েছে যে, কারো ব্যাপারে কুফরীর বিধান আরোপ তার মৃত্যু কুফরীর অবস্থায় হওয়ার কারণেই সাব্যস্ত হবে।[১৪৩]

এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মাদ রশীদ রেজা বলেছেন, চিরস্থায়ী অভিশাপের শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য, যার পরিনতিতে স্থায়ী অপনাম ও লাঞ্চনার আবাস জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে। এমন শর্তারোপ করা হয়েছে যে, তার মৃত্যু কুফরের উপর হবে।

---

১৪১. সূরাহ বাকারাহ (২) আয়াতঃ ১৬১-১৬২।

১৪২. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (রিয়াদঃ দারুল ফায়হা, প্রথম সংস্করণ, প্রথম খন্ড, ১৪১৩ হিঃ) পৃঃ ২১৪।

১৪৩. হাফিয ইবনু যাওযী, যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর, বৈরুতঃ আল মাকতাবাতুল ইসলামি, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৪ খৃঃ) পৃঃ ১৬৬।

এ ধরণের মানুষের উপর স্থায়ী অভিশাপ হবে এবং এ অবস্থায় কোন প্রকার শাফায়াত-সুপারিশ অথবা অন্য কোন মাধ্যম তাদের কোন উপকারে আসবে না।[১৪৪]

২. কোন কোন উলামার অভিমত, ঐ সকল লোকদের উপর এই অভিশাপ কিয়ামতের দিন প্রযোজ্য হবে।

ইমাম বাগাবী (রহ.) লিখেছেন, ইমাম আবু আলিয়া বলেছেন, ঐ সকল লোকদের অভিশাপ কিয়ামতের দিন প্রযোজ্য হবে। কাফেরকে দাঁড় করানো হবে, তারপর তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ দিবেন, অতঃপর ফেরেশতা মন্ডলী অতঃপর সমগ্র মানবজাতী তাদেরকে অভিশাপ দিবে।[১৪৫]

কুফরী মতবাদের অনুসারীদের উপর

ফেরেশতারা যাদের প্রতি অভিশাপ করে থাকে তাদের একটি হচ্ছে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে রাসূলকে সত্য বলে জেনে এবং ইসলামের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও প্রমাণাদি পৌছার পরও কুফরী মতবাদ গ্রহণ করে। এ সকল লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ ঘোষণা করেছেনঃ

كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، وُلَـئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ، إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

"আল্লাহ কিরূপে সৎপথে পরিচালিত করবেন সে সম্প্রদায়কে যারা ঈমান আনয়নের পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদান করার পর এবং তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর কুফরী করে? আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। তারা তো এমনই যাদের শাস্তি হলো, তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল এবং মানুষ সকলেই

---

১৪৪. সায়্যিদ মুহাম্মাদ রশীদ রিদা, তাফসীরুল মানার (বৈরুতঃ দারুল মারিফা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২য় খন্ড, তাবি) পৃঃ ৫২-৫৩।

১৪৫. আবু মুহাম্মাদ বাগাবী, মায়ালিমুত তানযীল (বৈরুতঃ দারুল মারিফা, ১ম সংস্করণ, ১ম খন্ড, ১৪০৬ হিঃ) পৃঃ ১৩৪।

অভিশাপ। তারা তাতে স্থায়ী হবে, তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে বিরামও দেয়া হবে না। কিন্তু যারা তারপর তাওবা এবং সংশোধন করে নেয়, নি:সন্দেহে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"[১৪৬]

সমাপ্তি কথা

আমরা দীর্ঘ আলোচনায় বুঝতে পেরেছি যে,আল্লাহর আসমানের নিচে জমিনের উপরে এমন কিছু পাপী, দুষ্ট, সন্ত্রাসী ও কাফির রয়েছে যাদের উপর মালাকগণ ধ্বংসের জন্য অভিশাপ করে থাকে। আর আমরা জানি মালাকদের অভিশাপ অবশ্যই কার্যকর হবে। তাই প্রতি মানুষের উচিৎ যে সব কাজের জন্য মালাক লানত বা অভিশাপ প্রদান করে তা থেকে দুরে থাকা । অথচ অনেকে শক্তির জোরে ,দলের প্রভাবে, ক্ষমতার দাপটে উক্ত অন্যায় কাজ করে চলছে। তারা ভুলে গেছে তাদের এ সব পাপাচার বিষয়ে মালাকগণের সার্বক্ষণিক নজরদারীর কথা। ভুলে গেছে তারা কারা ধ্বংসকারী আবরাহার ধ্বংসলীলার কথা। স্বরণ নেই তাদের বদরের মালাকদের আক্রমণের কথা। সীমালংঘনের সীমা যতদুরেই যাক না কেন মালাকগণ এর নজরদারী থেকে কেউ রেহায় পাবে না। দুনিয়ায় হতে হবে অভিশপ্ত । আখেরাতে যেতে হবে জাহান্নামে।

হে আল্লাহ! মালাক বা ফেরেস্তামন্ডলী যাদের প্রতি বদ দুআ করে তাদের অন্তর্ভুক্ত আমাদেরকে করিও না। আমীন

« سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ».

সমাপ্ত

http://islamerboi.wordpress.com/

১৪৬. সুরাহ আলু ইমরান (২), আয়াতঃ ৮৬-৮৯)।

আপনি কি আল-কুরআনের অর্থ শিখতে চান?

সুন্নতী ক্বির'আত শিখতে চান?

আল-কুরআনের আলোকে আরবী ভাষা শিখতে চান?

তাহলে আসুন
কিউসেট
মেথড- এ

কুরআনিক স্টাডিজ এন্ড এ্যারাবিক টিচিং (কিউসেট) ইন্সটিটিউট
পশ্চিম সুবিদ বাজার, সিলেট। মোবাঃ ০১৯১৪-৯৪০৫৫৬